চমক ভরা
ধনতেরাস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৮ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 29 October 2021 ■ আগরতলা ২৯ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ১১ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন টি অমরনাথ গৌর। ছবি নিজস্ব।

সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে পরিস্থিতি বেসামাল হবার আশঙ্কা বাড়ছে

পানিসাগরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পেছনে গুজব, অশান্তি নিরসনে সর্বব্যাপী প্রয়াস জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। পানিসাগরে সাম্প্রদায়িক উস্কানির পিছনে গুজব বলে দাবি পুলিশ প্রশাসনের। একই সঙ্গে অশান্তি নিরসনে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরাও শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এরই মাঝে একটি আশঙ্কা জন্ম নিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে পানিসাগর সহ উত্তর ত্রিপুরার সামন্য ঘটনা ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে তাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তারপরও প্রশাসন কঠোর নজরদারী চালিয়ে যাচ্ছে।

ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পানিসাগর এবং ধর্মনগরে মসজিদে অগ্নিসংযোগের গুজব ছড়ানো হয়েছিল। ত্রিপুরা পুলিশ এক টুইট বার্তায় ত্রিপুরাবাসীকে সতর্ক করেছে। সাথে জানিয়েছে, গুজব ছড়ানোর ঘটনায় মামলা নিয়েছে পুলিশ। ভূয়ো খবর সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানোর পেছনে ষড়যন্ত্রকারীদের খোজ শুরু হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ত্রিপুরা পুলিশ টুইট-এ দাবি করেছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার পানিসাগরের রোয়াবাড়ি এলাকায় চামটিলা জামে মসজিদে দুস্কৃতিকারীরা অগ্নিসংযোগ করেছে বলে সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও প্রচারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রায় ১০টি দোকানে ভাংচুর করা হয়েছে। তাতে, ওই দোকানগুলির ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। ওই ভিডিও-র জেরে মুসলিম সম্প্রদায়ের দুস্কৃতিকারীরা হিন্দুদের দোকানে হামলা করেছে। মঙ্গলবার রাতে কদমতলা, প্রেমতলা, চুড়াইবাড়ি এবং ফুলবাড়ি এলাকায় কয়েকটি হিন্দুদের দোকানে ভাংচুর করা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে চুড়াইবাড়িতে। ওইদিন রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ চুড়াইবাড়িতে একদল মুসলিম দুষ্কৃতিকারী প্রথমে রেলওয়ে ট্রাই জংশনের হিন্দু দোকানপাট এবং স্বরূপ সাহার দুটি গাড়ি ভাঙচুর করেছে। তারপর ধীরে ধীরে আক্রমণকারীরা অন্যত্র চলে যাওয়ার পর একই কায়দায় একদল হিন্দু দুষ্কৃতিকারী ঘটনাস্থলে এসে মুসলিম দোকানপাটে হানা দিয়েছে। অবশ্য তখন ঘটনাস্থলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফ্রান্সিস ডারলং এবং চুড়াইবাড়ি থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ছুটে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশের পেট্রোলিং গাড়ি রাতভর টহল দিয়েছে। তাছাড়া ওইদিন রাতেই ধর্মনগর মহকুমা শাসক কমলেশ ধর ১৪৪ ধারা জারি করেন। বুধবার সকালে কদমতলা, চুড়াইবাড়ি এলাকায় প্রচুর পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পানিসাগরেও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত ওই দুইটি মহকুমায় ১৪৪ ধারা জারি থাকবে।

ত্রিপুরা পুলিশ এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, পানিসাগরে চামটিলা জামে মসজিদে অগ্নি সংযোগের কোন ঘটনা ঘটেনি। অন্য রাজ্যের ভিডিও ত্রিপুরায় সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মুসলিম ত্রিপুরায় নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন, এমনই ভাবাবেগে টুইটারে প্রচার চালানো হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেছে, সমস্ত গুজব এড়িয়ে চলুন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কোভিডের টিকাকরণে বিশেষ অভিযান ১-৩ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় ফের কোভিডের টিকাকরণে বিশেষ অভিযান চালাবে স্বাস্থ্য দফতর। আগামী ১ থেকে ৩ নভেম্বর সারা ত্রিপুরায় টিকাকরণে বিশেষ অভিযান চালানো হবে। তাতে প্রতি দিন ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯১৮ জনকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কোভিডের টিকা মজুত রয়েছে ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ২৬০টি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ২৫ লক্ষ ৬ হাজার ৭৮২ জন কোভিডের টিকার প্রথম ডোজ এবং ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৯১৩ জন দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এখনো ৮ লক্ষ ২৭ হাজার ৬১১ জন দ্বিতীয় ডোজের জন্য অবশিষ্ট রয়েছেন। তাই, কোভিডের টিকাকরণে বিশেষ অভিযানের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

সেই লক্ষ্যে টিকাকরণের জন্য ১২০০টি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। সেখানে কোভিডের টিকা দেওয়া হবে। ওই বিশেষ অভিযানে পূর্বের মতোই হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাবকে যুক্ত করা হবে।

নয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী ১ নভেম্বর থেকে ৩ নভেম্বর বিশেষ টিকাকরণ অভিযানের সূচী নির্ধারিত হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে প্রতি দিন ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯১৮ জনকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা মিশন অধিকর্তা ডা: সিদ্ধার্থ শিব জৈসয়াল ৮ জেলা শাসকদের বিশেষ টিকাকরণ অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে অবগত করেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন টি অমরনাথ গৌর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন টি অমরনাথ গৌর। তিনি তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ত্রিপুরা হাইকোর্টের ১ নম্বর কোর্টে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। নতুন বিচারপতি টি অমরনাথ গৌরকে শপথবাক্য পাঠ করান ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিত মোহান্তি। এদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্য সচিব কুমার অলক, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র, বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায়—সহ আইনজীবীগণ, হাইকোর্টের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ এবং রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষিতা, খোঁজ নিতে আমবাসায় গেলেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। ধলাই জেলার আমবাসায় এক নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নিলিমা ঘোষ। চেয়ারপারসনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতাল এগিয়ে নাবালিকার চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

গত ২৬ অক্টোবর আমবাসা এলাকায় ১২ বছরের একটি নাবালিকাকে ধর্ষণ করে সত্যম বারাক নামে ৪০ বছরের এক ব্যক্তি।জানা যায়, বোনের সঙ্গে গরু নিয়ে মাঠে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। এরই মধ্যে অভিযুক্ত নাবালিকাকে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে তার পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কুলাই হাসপাতালে নিয়ে যান।সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতালে ছুটে যান শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নীলিমা ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল।

নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তার চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সহ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন। তিনি বলেন এ ধরনের লম্পট দের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

বিইখোরা থানার এসআই এর বিরুদ্ধে অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগ স্থানীয় জনগণের

নজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। বাইখোরা থানার এসআই চন্দ্রকেতু ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার জনগণ। তিনি নিজেই মাতাল অবস্থায় এলাকায় নানা অসামাজিক কাজ কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। অবিলম্বে তাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবি উঠেছে।বাইখোড়া থানার এ এস আই চন্দ্রকেতু ত্রিপুরার বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ জন্মেছে বাইখোড়া এলাকাবাসীর মধ্যে।

চন্দ্রকেতু দের্বমা প্রতিনিয়ত মদমত্ত অবস্থায় লোকজনদের থেকে রাস্তায় বসে অবৈধভাবে টাকা সংগ্রহ করেন বলে অভিযোগ। চন্দ্র কেতু ত্রিপুরার দৌতলে বাইখোড়া থানার সহযোগিতায় থানা চত্বরে ও সমগ্র বাইখোড়া এলাকাজুরে নেশার রমরমা ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে কিছু সংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী। বুধবার রাত্রি বেলায় চন্দ্র কেতু ত্রিপুরার অপর এক চিত্র ফুঁটে উঠলো। বুধবার রাত্রি বেলায় এ এস আই চন্দ্র কেতু ত্রিপুরার নাইট ডিউটি থাকা সত্বেও তিনি নিজ ডিউটি পালন না করে বাইখোড়ার কালমা এলাকায় আয়োজিত অরকেষ্টারের গানে যোগ দিতে চলে যান। তিনি মদমত্ত অবস্থায় গান চলাকালিন সময়ে গানের স্টেইজে উঠে বেসুর আওয়াজে গান গাইতে শুরু করেন এমনটাই লক্ষ করা যায়। এতে করে ক্ষুব্ধ হয়ে পরে এলাকাবাসী। চন্দ্রকেতু ত্রিপুরা একজন পুলিশ কর্মী হওয়ার সুবাদে কেউ উনাকে কিছু বলতে সাহস দেখায় নি।

সকলে চাইছেন চন্দ্রকেতুকে বাইখোড়া থানা থেকে অনত্র সরিয়ে নেওয়া হোক। এখন দেখার বিষয় চন্দ্র কেতুর এইধরনের চিত্র ও কার্যকলাপ প্রকাশের পর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা কি পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে কংগ্রেসের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। বাংলাদেশ হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনার রেশ টেনে ত্রিপুরায় হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে দলের পক্ষ থেকে ৮ ঘন্টার গণ ধর্না সংগঠিত করা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িঘরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস দল।

বাংলাদেশ দুর্গাপূজার সময় হিন্দু মন্দিরে মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদদের হামলা ও ভাংচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্য ও নানা হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংগঠিত হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে কংগ্রেস দল। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করতে এবং এসব হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের আয় দ্বিগুন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে ঃ কৃষক কল্যাণ রাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রাজ্যগুলিতে এসব পরিকল্পনা কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ উন্নয়ন দপ্তুরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শোভা করান্ডলজে রাজ্য সফরকালে পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

বৃহস্পতিবার আগরতলা রাজ্য অতিথিশালায় কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ কৃষি বিষয়ক রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিপ্রতিমন্ত্রী শোভা করান্ডলজে এবং রাজ্যের কৃষি ও কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী প্রনজিৎসিংহ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তুর এর আধিকারিকরা। পর্যালোচনা সভায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় সরকারি জমি দখল করে গাড়ি কেনা বেচার চক্রের সন্ধান অভিযান চালাল পুর টাস্ক ফোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহরে বেআইনিভাবে সরকারি জায়গা জবরদখল করে দুই প্রতারক পুরনো গাড়ি কেনাবেচা করে চলেছে। সবকিছু জেনেশুনেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

আগরতলা প্যালেস কম্পাউন্ডে সংলগ্ন টাউনহলের পেছনে গাড়ির রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন দুই প্রতারক।বিভিন্ন ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে গাড়ি নিয়ে এসে নিজেদের অকশনে কিনা গাড়ি বলে কাস্টমারদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে দুই প্রতারক পিন্টু দত্ত এবং সান্তনু কর।

পুরনিগমের জায়গা জবরদখল করে ব্যবসা করে ফুলে-ফেঁপে উঠছে এই দুই প্রতারক। দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে এ ধরনের ব্যবসা চালিয়ে গেলেও প্রশাসনের কর্মকর্তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। প্রশাসন তৎপর হবে এ ধরনের বেআইনি ব্যবসা চালানো সম্ভব হত না বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।এ ধরনের বেআইনি ব্যবসা বন্ধ করার জন্য প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে দাবি উঠেছে।

ভুয়া সংবাদিক আটক উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮শে অক্টোবর।। ভুয়া সাংবাদিক এবং প্রেস স্টিকার লাগিয়ে মানুষকে প্রতারিত করা এক শ্রেনীর প্রতারকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরেই প্রকৃত সাংবাদিকরা সোচ্চার ছিলো। গতকাল উদয়পুরে আটক করা হয় এক জন ভুয়া সাংবাদিকে। রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত উদয়পুর নিউটাউন রোডে সুমন মোদক নামে এক যুবককে আটক করে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঐ যুবকের বাইকে প্রেস স্টিকার লাগানো ছিলো। উদয়পুরের সাংবাদিকর মহল বিষয়টি দেখতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বদেশী শিল্পের প্রচার এবং আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ

রাজ্যে প্রথম বাঁশের তৈরী ব্যাট ও স্টাম্পের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বাঁশ ক্ষেত্রের উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাঁশকে 'সবুজ সোনা'ও বলা হয়ে থাকে। আজ সচিবালয়ে এনইসিটিএআর-এর প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতের সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই অভিমত ব্যক্ত করেন। গ্ল বোর্ড প্রযুক্তিতে বাঁশের তৈরী এক ব্যাট হাতে নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সরকারি টুইটে বিসিডিআই এবং এনইসিটিএআর-এর এই অভিনব উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। বাঁশের এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন এণ্ড রিসার্চ (এনইসিটিএআর)-এর ডাইরেক্টর জেনারেল ড. অরুণ কুমার শর্মা কনককাইচ বাঁশ দিয়ে তৈরী ব্যাট ও স্ট্যাম্প মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিসিডিআই-এর কর্তা ড. অভিনব কান্ত, নেস্টার-এর উপদেষ্টা এম পি ভরদ্বাজ এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তুরের সচিব ডা. পি কে গোয়েল। এই ব্যাট ও স্ট্যাম্প বিসিডিআই-এ তৈরী করা হয়েছে। এই ব্যাট ও স্ট্যাম্প বাঁশ ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিসিডিআই-এর কর্তা ড. অভিনব কান্ত জানান, কনককাইচ হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত বাঁশ। তাই ব্যাট ও স্ট্যাম্প তৈরীর পক্ষে খুবই উপযোগী। তিনি আরও বলেন, এগুলি নমুনা হিসেবে পরীক্ষামূলক ভাবে বানানো হয়েছে এবং কোন উদ্যোগী এসব জিনিস তৈরী ও বিক্রি করতে আগ্রহী হলে তাঁকে স্বাগত জানানো হবে। প্রথমে বাঁশকে চিড়ে চ্যাপটা করা হয় এবং একটি স্কেল এর মত তৈরী করা হয়। সেই স্কেল জাতীয় টুকরোগুলিকে জুড়ে বোর্ড বানানো হয় এবং সেই বোর্ড থেকে ক্রিকেট ব্যাট-এর রূপ দেওয়া হয়। বিসিডিআই-এ বাঁশের অন্যান্য দ্রব্য যেমন বোতল, ল্যাপটপ স্ট্যাণ্ড, বাঁশের বিস্কুট, অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদি বানানো হয়ে থাকে।

ত্রিপুরায় এবার বাঁশ দিয়ে তৈরী হবে ক্রিকেটের ব্যাট এবং স্টাম্প। স্বদেশী শিল্পের প্রচার এবং আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে বাঁশের তৈরী ক্রিকেট ব্যাট ও স্টাম্পের সূচনা করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাতে, দেশের মধ্যে প্রথম বাঁশের ক্রিকেট তৈরী করে ত্রিপুরা নজীর স্থাপন করতে চলেছে। ইতিপূর্বে, ত্রিপুরায় বাঁশের তৈরী বোতল, বিস্কুট এবং চাল দেশীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও দারুন চাহিদা লক্ষ্য করা গেছে।

আগরতলায় ব্যাম্বো এন্ড কেন ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিসিডিআই)-এ বাঁশ দিয়ে ক্রিকেট ব্যাট ও স্টাম্প তৈরী করা হয়েছে। সম্প্রতি নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর টেকনোলজি এপ্লিকেশন এন্ড রিসার্চ-র (নেকটার) ডিরেক্টর জেনারেল অরুন কুমার শর্মা ত্রিপুরার শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েলকে এক চিঠিতে বাঁশ দিয়ে ক্রিকেট ব্যাট ও স্টাম্প তৈরির বিষয়ে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, বাঁশ দিয়ে ক্রিকেট ব্যাট ও স্টাম্প বাঁশ শিল্পে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে এবং নবীণ প্রজন্মকে এই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করবে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আগরতলা বিসিডিআই-র পরিচালনা ব্যবস্থাপনা নেকটার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সে মোতাবেক নেকটার এখন বিসিডিআই-র সমস্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছে। মানুষের জীবন-জীবিকার পরিসর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ওই পদক্ষেপ দারুন সহায়ক হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৩ ▫ ২৯ অক্টোবর ২০২১ ইং ▫ ১১ কার্ত্তিক ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ভারত মোকাবেলায় প্রস্তুত

স্বাধীন সার্বভৌম ভারত সব সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র সহ গোটা বিশ্বের সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের এই মানসিকতাকে দুর্বলতা মনে করিলে ভারত যে তাহার যোগ্য জবাব দিতে সদা প্রস্তুত তাহা বারবার প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রত্যাঘাত শব্দটি বহুমাত্রিক, বিশেষত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে। পুলওয়ামায় সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর পাকিস্তান আশ্রিত জৈশ-ই-মহম্মদ পরিকল্পিত হামলার পরে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ওই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর শিবিরগুলিতে ভারতীয় বায়ুসেনার সুপরিকল্পিত প্রত্যাঘাতটি জরুরি ছিল। অতঃপর পাকিস্তানের ভারতের আকাশ-সীমানা লঙ্ঘন এবং ভারত সাফল্যের সঙ্গে তাহারও মোকাবিলা করিয়াছে। বায়ুসেনার এই সাফল্য যেমন এক দিকে সীমান্তপার থেকে সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রকে অন্তত সাময়িক ভাবে স্তিমিত করিবে, তেমনই সমগ্র বিশ্ব নেতৃত্বকে এ বার্তাও দিবে যে দক্ষিণ এশিয়ার দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে বিপজ্জনক সংঘাত এড়াইতে হইলে সর্বাগ্রে পাকিস্তান মারফৎ সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্যপ্রাপ্তি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। পুলওয়ামা-উত্তর পর্যায়ে এই ক্ষেত্রেই নয়াদিল্লির বিশেষ সাফল্য, যাহার প্রধান হাতিয়ার কূটনৈতিক। তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাকিস্তানের দুই ঘনিষ্ঠ শরিক চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া। চিনের বিদেশমন্ত্রক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে যে শুধু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক তর্জায় পাকিস্তানের পক্ষ নিতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাই নয়, ভারতীয় বায়ু সেনার জঙ্গি শিবির ধ্বংস প্রসঙ্গে চিনের মন্তব্য 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই একটি আন্তর্জাতিক রীতি', যা পরোক্ষে ভারতের অবস্থানেরই সমর্থন। অন্য দিকে, পাকিস্তানের আর এক পরম্পরাগত বন্ধু-দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ' করিবার আহ্বান জানাইয়াছে।

এই ক্রান্তিমুহূর্তে চিনের অবস্থান পাকিস্তানের নেতৃত্বকে সচেতন করিবে বলিয়া আশা করা যায়। সে দেশের নেতৃত্বের স্মরণে রাখা উচিত, ভারতের বিপুল বাজার এবং নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান ক্রয়ক্ষমতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামরিক শক্তির ফলে শরিক হিসেবে যে কোনও দেশের কাছেই ভারত পাকিস্তানের থেকে অধিকতর আকর্ষণীয়। এর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে এপ্রিলে চিনের উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক করিডোর প্রকল্পের দ্বিতীয় বৈঠক। ভারতই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দেশ যাহা এর প্রথম বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করে। দ্বিতীয় দফার বৈঠকে ভারতের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করিতে চিন বিশেষ আগ্রহী। এমতাবস্থায় ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের প্রেক্ষিতে চিন যে পাকিস্তানের পক্ষ নিতে অপারগ, তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছে চিনের বিদেশ মন্ত্রক। চিনা ও মার্কিন অবস্থান নিঃসন্দেহে ভারতীয় বিদেশনীতির তাৎপর্যপূর্ণ জয়। এক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। ভারত যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। ভারতীয় ৩ বাহিনীর সেনাপ্রধান এসব বিষয়ে বারবার দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে অবগত করিয়াছেন। তাহার পর ও পাকিস্তান যেভাবে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মানসিকতা নিয়া কাজ করিতেছে তাহা যেকোনো সময় পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রস্তুত রহিয়াছে। ভারতীয় নাগরিকরাও মানসিকভাবে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

সমীর ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে চারটি থানায় অভিযোগ, তদন্তে এসিপি মিলিন্দ খেতাল

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : আরব সাগরে ক্রুজ পার্টিতে মাদক কাণ্ডে এনসিবি কর্তা সমীর ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের চারটি থানায় অভিযোগ রয়েছে। এবার এই সব অভিযোগের তদন্ত শুরু করলেন এসিপি মিলিন্দ খেতাল। পার্টিতে হানা দিয়ে এনসিবির হাতে গ্রেফতার হন আরিয়ান খান-সহ তাঁর তিন বন্ধুকে। আর এই গোটা অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়। তবে, বিগত কিছুদিন ধরেই এই মাদক কাণ্ডের মতই চর্চা হচ্ছে সমীর ওয়াংখেড়কে নিয়ে। কারণ ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

সমীর ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে মুম্বই পুলিশ। জানা গিয়েছে মুম্বইয়ের চারটি থানায় ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। এবার এই সব অভিযোগের তদন্ত শুরু করলেন এসিপি মিলিন্দ খেতাল। যদিও এনসিবির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেশ্বর সিং জানিয়েছেন, এখনই সমীর ওয়াংখেড়কে তদন্তভার থেকে সরানো হচ্ছে না। ফলে, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আরিয়ান কাণ্ডের তদন্তে আগের মতোই বহাল থাকবেন সমীর ওয়াংখেড়ে।

৩-দিনের সফরে গুজরাটে রাষ্ট্রপতি, শুক্রবার উদ্বোধন ভাবনগরের আবাসন প্রকল্পের

আহমেদাবাদ, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে বৃহস্পতিবার গুজরাটের আহমেদাবাদে পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ২৮, ২৯ ও ৩০ অক্টোবর এই তিন-দিন গুজরাটে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে রাষ্ট্রপতির। বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদ পৌঁছনোর পর রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত এবং মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। তিন-দিনের এর সফরে শুক্রবার (২৯ অক্টোবর) গুজরাটের ভাবনগরে দরিদ্রদের জন্য একটি আবাসন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি। এছাড়াও ভাবনগর জেলাতেই মোরারি বাবুর আশ্রম শ্রী চিত্রকূটধাম পরিদর্শন করবেন রাষ্ট্রাপতি।

করোনা-আক্রান্ত মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ পাটিল, রয়েছে মৃদু উপসর্গ

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ ওয়ালসে পাটিল। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, তাঁর করোনা-পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। একইসঙ্গে জানিয়েছে, 'আমি স্থিতিশীল রয়েছি এবং চিকিৎসকদের উপদেশ মেনে চলছি।' অনুরোধ জানিয়েছেন সম্প্রতি তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও যেন করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেন। সম্প্রতি নাগপুর ও অমরাবতী গিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ ওয়ালসে পাটিল। বৃহস্পতি তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, 'মৃদু উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর কোভিড-পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিই। আমি করোনা-আক্রান্ত হয়েছি। নাগপুর ও অমরাবতী সফরের সময় যাঁরা আমার সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি নিজেদের পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।'

৯-১২ নভেম্বর ভারতে আসছেন নেপালের সেনাপ্রধান, নরবণের সঙ্গে করবেন সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): আগামী ৯ থেকে ১২ নভেম্বর ৪-দিনের সফরে ভারতে আসছেন নেপালের সেনাপ্রধান জেনারেল প্রভু রাম শর্মা। বৃহস্পতিবার নেপালের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। ভারত সফরে এসে ভারতের সেনা প্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন নেপালের সেনাপ্রধান।

নেপালি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৯ থেকে ১২ নভেম্বর ভারত সফরে আসবেন নেপালের সেনাপ্রধান জেনারেল প্রভু রাম শর্মা। এই সফরের সময় জেনারেল শর্মাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেলের সম্মানসূচক পদে ভূষিত করা হবে। তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ জেনারেল এম এম নরবণে এবং অন্যান্য বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গেও দেখা করবেন।

নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে সাবধান

দীপঙ্কর সরকার

এরই মধ্যে আমাদের দেশের প্রায় প্রায় মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। অত্যন্ত ছোঁয়াচে হবার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষ সংক্রমিত হচ্ছেন। আর এই কারণেই চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বিশেষ সতর্কতা নেবার পরামর্শ দিচ্ছেন। এই ভাইরাসটির উৎপত্তি এবং চরিত্র সম্পর্কে এখনও বিশেষজ্ঞরা অনেক কিছুই জানতে পারেননি। তবে এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে কোভিড ১৯ ভাইরাস অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং এই জীবাণু মানুষের থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে আক্রান্তের ৬ ফিট নাগালের মধ্যে থাকলে সুস্থ মানুষের রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। বিশেষ করে আক্রান্ত মানুষটির হাঁচি, কাশি, নাক ঝাড়া বা নাকে মুখে হাত দিয়ে সুস্থ মানুষের সংস্পর্শে এলে অন্য জনের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি প্রবল। সব থেকে মুশকিল হল জীবাণু সরাসরি ফুসফুসে পৌঁছে যায়।

কাদের মারাত্মক হয়ে ওঠার ঝুঁকি বেশিঃ-

মানুষের শরীরে এই ভাইরাসের কোনও অ্যান্টিবডি তৈরি হয়নি তাই যে কেউই রোগীর সংস্পর্শে এলে রোগাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারেন। কোভিড ১৯ ভাইরাসের মারাত্মক হয়ে ওঠার ঝুঁকি থাকে বয়স্ক মানুষদের মধ্যে। এছাড়া যারা হার্ট, ফুসফুস বা ক্যানসারের মত অসুখে ভুগছেন ডায়বিটিস আছে অথবা কোনও কারণে ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কামে গেছে তাঁদের ক্ষেত্রেই কোভিড ১৯ ভাইরাস নিউমোনিয়ার মত মারাত্মক উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রাণহানির ঝুঁকি বেড়ে যায়।

সতর্ক হতে হবেঃ-

আমাদের দেশে ১৬০ জন মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। যারা কাজের সূত্রে চিন, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া সহ নানান

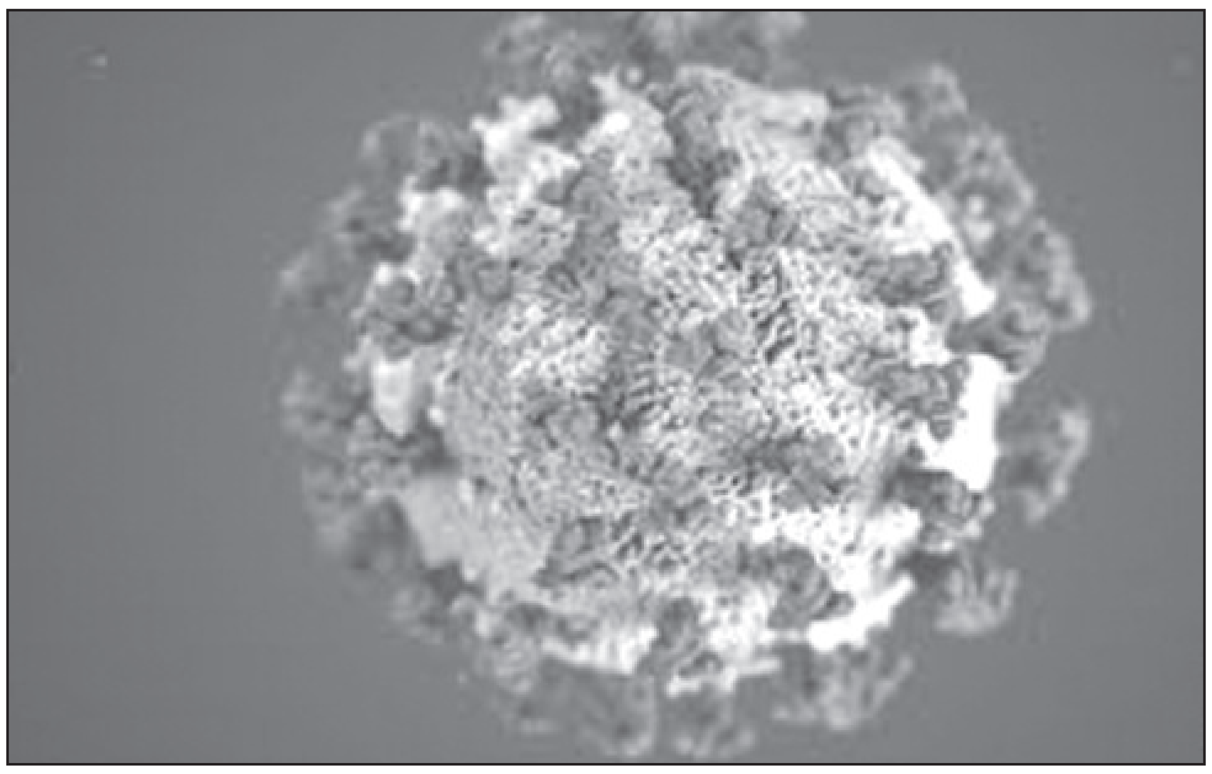

জায়গা থেকে দেশে ফিরছেন বা বিদেশ থেকে ভারতে আসছেন। তাঁদের থেকেই এই রোগে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। বৈকি। আর এই কারণেই কোভিড ১৯ ভাইরাস নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে দেশের চিকিৎসকদেরও সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

চিকিৎসা ও টিকাঃ-

প্রথমেই জানাই এইসংক্রমণের কোনও নির্দিষ্টটিকিৎসা নেই। উপসর্গ ভিত্তিক কষ্ট লাঘবের জন্য কিছু চিকিৎসা করা হয়। এখনও পর্যন্ত কোভিড ১৯ ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনও টিকা আবিষ্কৃত হয়নি। তবে বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসের ডিএনএ শনাক্ত করেছেন, আশা করা যায় অচিরেই এই জীবাণু আটকানোর টিকা পাওয়া যাবে।

ফেস মাস্ক প্রয়োজন কিঃ-

যাদের কোভিড ১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে। তাঁদের মাস্ক ব্যবহার করাউচিৎ। যারা হেলথ কেয়ার সার্ভিসে আছেন তাঁদেরও বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা দরকার। আর যারা কোভিড ১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসা করছেন তাঁরা অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন। সাধারণ মানুষের গণহারে মাস্ক ব্যবহারের কোনও কারনই নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে মাস্ক ব্যবহারের আগে সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে তবেই মাস্ক পরা উচিৎ। সঠিকভাবে মাস্ক পর দরকার এবং ভিজেলাগলে অবশ্যই পরিবর্তন করে নিতে হবে। কারনের স্ট্র্যাপ ধরে মাস্ক খোলা পর করা উচিৎ। যেখানে সেখানে মাস্ক ফেলা অনুচিত।

কোভিড ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়ঃ-

করোনা গ্রুপের কোভিড ১৯ ভাইরাসের চরিত্র সম্পর্কে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এখন অনেক তথ্য জেনে উঠতে পারেননি। সাধারণ জ্বর সর্দির মতই এই অসুখের প্রাথমিক উপসর্গ। বিজ্ঞানীরা এখনও বুঝতে পারছেন না কিছুদিনের মধ্যে এই ভাইরাসের প্রকোপ কমে যাবে নাকি আরও মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। দেখা গেছে সাধারণ ভাইরাল ফিভার ও সর্দি কাশির মত উপসর্গ দিয়ে রোগের সূত্রপাত হলেও বয়স্ক মানুষ আর যাদের হার্ট ও লাংস সহ অন্যান্য কোনও অসুখ আছে তাদের ক্ষেত্রে রোগটি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। কয়েকটি ব্যাপারে সচেতন হয়ে সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যেস গড়ে তুলতে পারলে এই অসুখর হাত এড়ানো যায়।

সাবান দিয়ে হাত ধুতেই হবে

খাবার আগে তো বটেই নাকে মুখে চোখে হাত দেবার আগে অবশ্যই ভাল করে সাবান দিয়ে রগড়ে হাত ধুতে হবে, অসুবিধে থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ভাল করে হাত ধোয়া দরকার। কোভিড ১৯ ভাইরাস ঠিক কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেই বিষয়ে এখনও চিকিৎসকরা নিশ্চিত নন। তবে মানুষ থেকে মানুষে ছড়ানোর ব্যাপারে নিশ্চিত। হাঁচি কাশির সঙ্গে বাতাস বাহিত হয়ে ছড়ানোর পাশাপাশি সর্দি বা লালার মারফৎ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি আছে। তাই মুখে, চোখে ও নামেক হাত দেওয়ার আগে অবশ্যই হাত ধুয়ে নিতে হবে। তাই খাবার খাওয়ার আগে তো বটেই নাকঝাড়া, হাঁচি ও কাশির পরপরই সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া দরকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারি স্বাস্থ্যদপ্তর তাঁদের ওয়েবসাইটে কোভিড ১৯ সম্পর্কে যেসব তথ্য জানাচ্ছেন সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার।

কাজের দরকার বা অন্য কারণে বাইরে যেতে গেলে যে সব নিয়ম মেনে চলা দরকার তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। জ্বি বা নিকটজন অসুস্থ হয়ে পড়লে অবশ্যই চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। যদি জ্বর, সর্দি কাশি, শ্বাসকষ্ট, মাথা ও হাত পা ব্যথার মত উপসর্গ হয় তবে অবিলম্বে সাবধান হন। বিদেশ থেএক এসেছেন এমন কারও সংস্পর্শে আসেন তবে অবশ্যই ডাক্তারকে সে কথা জানান। কোভিড ১৯ পরীক্ষার পাশাপাশি অন্যের মধ্যে যাতে অসুখ ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে সবাইকে। সাধারণ ভাইরাল ফিভার হলে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও সঠিক পথ্য নিন, দরকার হলে ওষুধ খান। অযথা আতঙ্কিত হবেন না, আর গুজব ছড়াবেন না

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পাহাড়ি দুর্যোগ

পার্থময় চ্যাটার্জি

উত্তরাখণ্ডের পাহড়ে ধস, উত্তরবঙ্গে পাহাড় আর সমতল বিচ্ছিন্ন। প্রকৃতি ক্ষেপে উঠেছে। প্রতি বছর এই অক্টোবর নভেম্বর পাহাড়ে একটা অঘটন ঘটে। হয় মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি নয় তো ভূমিকম্প। আমার জীবনে এই দুটো দুর্যোগকেই দেখা হয়েছে। হিমাচলের বৃষ্টি ও তার সাথে ধস। কাশ্মীর থেকে ফিরবার সময় রামবানের ধসে আটকে ছিলাম পুরো একটা দিন থেকে রাত্রি, গঙ্গোত্রী দেখতে গিয়ে উত্তরকাশিতে ভূমিকম্পের কবলে পড়া, এইসব ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে আমি ছিলাম বলেই বর্তমান এই প্রকৃতিক দুর্যোগগুলো আমার ভীষণ ভাবে চিন্তায় ফেলেছে, ওখানকার জনজীবন ওখানকার পর্যটকদের অবস্থার কথা ভেবে আমি খুবই চিন্তার আছি।

আমি এখানে আমার একটা ভয়ংকর দুর্যোগের অভিজ্ঞতার কথা ছোট্ট করে লিখছি। দিনটা আজও আমি ভুলিনি, এখনও যখন পাহাড়ে যাই তখন রাত্রে শোবার আগে অন্তত একবার হলেও ভাবি যে রাত্রিটা কাটিয়ে সকাল দেখবো তো? দিনটা ছিল ২০ অক্টোবর, ১৯৯১, সময় রাত্রি ২টো ৩টের মাধামাধি হবে, আগের দিন গঙ্গোত্রী দেখে উত্তরকাশিতে ফিরেছি।

ক্লান্ত দেহে সবাই সকাল সকাল রাত্রে খাবার খেয়ে ঘুমিয়েছি পরের দিনরুদ্রপ্রয়াগ হয়ে বদ্রীনাথ যাব বলে। উত্তরকাশি কালিকমলি ওয়ালা আশ্রমে ছিলাম। খুব ভালো ব্যবস্থা আর একদম গঙ্গার ধারে বিশাল লন নিয়ে এই গেস্ট হাউস। রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখলাম আমি দুটো পাহাড়ের মাঝখানে চাপা পড়ে যাচ্ছিল আর চিৎকার করে মাকে ডাকছি। আমার চিৎকার ঘরে যারা ছিল সবাই দেজে গেছিল। আমরা দোতলায় পাশাপাশি তিনটে ঘর নিয়েছিলাম। তিনটে পরিবার ছিলাম সেখারের যাত্রায়। আমার ঘরে আমি আমার স্ত্রী, সদ্য হাঁটতে সেখা আমার ছেলে আর আমার দুই ছোট ছোট শালা ছিলাম। আমার স্বপ্ন দেখে সেই চিৎকারে ঘরের সকলে উঠে পড়েছিল। সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করেছিল এইভাবে মাঝারাতের আবার এক পশলা আড্ডা শুরু হল আমাদের। হঠাৎ বিনা মেঘে একটা বাজ পড়ার

শব্দ দূর থেকে ভেসে এল আর গুড়গুড় একটা অবিরাম আওয়াজ সাথে দুলুনি। উফফ সেকি ভয়ংকর রাত। আলোগুলো নিভে গেছিল চারিদিকে ধ্বংসের আওয়াজ। কোনওভাবে দরজা খুলে আমরা পাশের ঘরগুলোর ধাক্কা দিয়ে তাদের তুলে এক ছুটে একতলার লনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ছেলে কম্বল জড়ানো অবস্থায় ঘিরির কোলে ঘুমোচ্ছে আর আমরা ওই ছয় সাত ডিগ্রি টেম্পারাচারে গায়ে একটা করে জামা পরা অবস্থায় ঠকঠক করে কাঁপছি। ততক্ষণে ওই আশ্রমের সকলেই আমরা লনে। সবাই সবাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম। কাঠ জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছি আর তখনও মাঝে মাঝে দুলুনি হচ্ছে। জানতে পারলাম দুলুনির মাত্র ৬.৮।আকাশ একটু ফর্সা হতে আমরা ছেলেরা দোতলায় ঘরে গেলাম আমাদের লাগেজ আনতে গিয়ে দেখি আমাদের ঘরের টিনের চাল বেঁকে ঘরে ঝুলছে আর মেঝে ভেঙ্গে খাট ঝুলছে। কোনওভাবে সবার জিনিসপত্র নিয়ে নিচে নেমে এসে দেখি আশ্রমের পাশ দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গা স্থির হয়ে আছে। সর্বক্ষণের সেই জলের আওয়াদ মরে গেছে। ওখানের মানুষজন যারা তারা জানাল যে গঙ্গা পাথর আর ধসে কোনো জায়গায় আটকে গেছে তাই জলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে এটা নাকি খুব অমঙ্গল। গঙ্গোত্রী যাবার পথে গোঙ্গনি বলে একটা জায়গা আছে সেই গ্রামটা নাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমরা এইসব খবর পাচ্ছি আর আরো ভয়ে গুটিয়ে যাচ্ছি। একটু আলো ফুটতেই আমরা গাড়ি নিয়ে পাহাড় থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বেশি দূর যেতে পারলাম না উত্তরকাশি থেকে রুদ্রপ্রয়াগ যাবার রাস্তায় আমরা আটকা পড়লাম ধসের কারণে। যেখানে ধস তার আগে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আমরা প্রায় একশো গাড়ির পেছনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভোর থেকে সকাল এলো সকাল থেকে দুপুর সাথে খাবার বলতে চার পাঁচটা কলা, আর দু'তিন প্যাকেট বিস্কুটচ। মানুষ আমরা ১২ জন তার মধ্যে তিনজন বাচ্চা। আমরা পাগলের মতো বাচ্চাগুলোর জন্য খাবার আর জলের জোগাড় করবার চেষ্টা করতে লাগলাম কোনওভাবেই পাঁচ ছয়টা কলা পেলাম আর অনেক দূরে একটা গ্রামে গিয়ে পাহাড়ি ঝরনার জল ফুটিয়ে নিয়ে এলাম। আমরা বড়রা না খাবার না জল কিছুই সারাদিনে শরীরে ঢকাতে পারিনি। এদিকে সামনে ডাইনামাইট ফাটিয়ে রাস্তায় পড়েথাকা বড়বড় পাথর গুঁড়ো করা হয়েছিল। পাহাড় থেকে বিশাল বিশাল পাথর ভূমিকম্পের কারণে গড়িয়ে এসে রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছে। না আছে কোনো টয়লেট বা বাথরুম সহ কিছুই চলছে প্রকৃতির কোলে। বিকেল চারটে নাগাদ একটা গাড়ি যাওয়া শুরু হল। আমরা যে মুক্তি পাথ সেটা তখন কল্পনা করতে পারিনি। সে যাই হোক রাত্রি সাড়ে এগারোটায় রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছালাম। সারা পাহাড় জুড়ে নিস্তব্ধতা আর একটা শোকের ছায়া। আমরা গঙ্গোত্রী যাবার আগে রুদ্রপ্রয়াগে যে হোটেল এক রাত্রি ছিলাম। সেই হোটেলেই আবর এসে উঠেছিলাম কারণ আগে থেকেই বুক ছিল। আশ্রয় হলেও খাবার কিন্তু পেলাম শুধু ডাল, ভাতক আর আলু, তবে সবই ছিল শুধু সিদ্ধ। পরের দিন বদ্রীতে কালিকমলি বুক করা ছিল। সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসে আর এইসব দুর্যোগগুলোকে গুরুত্ব দিলাম না। আমাদের এই ব্যাপারে সাহস জুগিয়েছে আমাদের গাড়ির দুই সারথী, রাম বাবু আর তার ভাই লক্ষ্মণ প্রসাদ। পরের দিন সবাই ক্লান্ত শরীরে গাড়িতে চড়ে বসলাম। বিকেল বিকেল ধদ্রী নারায়ণ পৌঁছে নীলকণ্ঠকে দেখে সব শরীরের কষ্ট আর দুর্যোগ ভুলে গেলাম। যাতায়াতে আর কোনো দুর্যোগ হয়নি। পরদিন গৌরীকুণ্ডে আশ্রয় নিলাম কেদারনাথ যাবার জন্য। রাত্রে একবার হালকা দোলা দিয়েছিল। ভোর সাড়ে তিনটার সময় শুরু করলাম ১৬ কিলোমিটার হাঁটা। বাচ্চা তিনটেকে তিনটে ঘোড়ায় উঠিয়ে আমরা চললাম হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে দিয়ে কেদারের পথে। সকাল নয়টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে পুজো দিয়ে যখন ফিরছি তখন মনে হচ্ছিল আমরা বিশ্ব জয় করে ফিরছি। আতঙ্ক তখনও মনকে চাড়া করে বেড়াচ্ছিল। চারটে নাগাদ গৌরীকুন্ডে পৌঁছে সবাই ঠিক করলাম আর পাহাড়ে নয় এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচে নেমে যাব। সব থেকে সুবিধা যেটা ছিল যে ভূমিকরম্পরে পরে কোথাও তেমন পর্যটক দেখিনি তাই যাত্রা পথ ছিল বেশ ফাঁকা। গৌরীকুণ্ড থেকে বেরিয়ে সোজা বরিদ্বার এলাম ভোর ভোর নাগাদ। রাস্তায় খাবার পেলাম তবে দাম যেন আরো সস্তা। ওখানকার মানুষজনের মধ্যে তখন একটা আলাদা অনুবূতি চলে এসেছিল এই দুর্গত পর্যট কদের জন্য। আমি এই গল্পে গাড়োয়ালের রূপ এর প্রাকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে কিছু লিখলাম না কারণ আমার আজকের বিষয় ছিল শুধুই পাহাড়ের দুর্যোগ। ঘুরতে গেলে বিপদ আসতে পারে তবে সেটাকে ঠাণ্ডা মাথায় নামিয়ে নিয়ে চলতে হয়। আর অবশ্যই গাড়ির চালকের সিদ্ধান্তকে মানা করতে হয়। তবে আজও যে পাহাড়েই যাই না কেন ২০ অক্টোবর ১৯৯১ সালের সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়। পাহাড়ে মেঘ ফেটে বৃষ্টি অনেক বার দেখেছি, পাহাড়ি রাস্তায় ধসের কারণে পথে রাত্রি যাপন করেছিল কিন্তু পাহাড়ি দেশে দুলুনি... তাও আবার রাত্রে, সেটা বড্ড ভয়ংকর। পাহাড়ের প্রতি বাঁকে আছে নতুন নতুন রূপ, নতুন নতুন গল্প আবার এই বাঁকেই তলিয়ে গেছে কত প্রাণ কত জীবন তবুও আমরা যাই এই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের টানে। এ এক অদ্ভুত নেশা। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

''এখনও কয়েক দশক শক্তিশালী থাকবে বিজেপি'', জানালেন পিকে

গোয়া, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) আগামী কয়েক দশক ধরে ভারতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন পদে থাকবে। এমনটাই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। তিনি বর্তমানে গোয়া সফরে রয়েছেন। ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটির (আইপ্যাক) প্রধান বলেন, বিজেপিকে 'অনেক দশক' ধরে লড়াইও করতে হবে। আগামী বছরের গোড়াতেই গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে টার্গেট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রচারে বৃহস্পতিবারই গোয়া যাচ্ছেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক তার আগেই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন প্রশান্ত কিশোর।

তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতার ভবিষ্যতবাণী, 'হারুক বা জিতুক, ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে থাকবে বিজেপি। ঠিক যেমনটা শুরুর প্রথম ৪০ বছরে কংগ্রেসের অবস্থা ছিল। সেদিকেই এগোচ্ছে বিজেপি শ। যখন জাতীয়স্তরে কেউ ৩০ শতাংশ ভোট পায়, তখন বুঝতে হবে সে তাড়াতাড়ি যাওয়ার নয়।' তিনি আরও বলেন, 'কখনই এই ফাঁদে পা দেওয়া উচিত নয় যে মানুষ মোদীর উপর ক্ষুব্ধ এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুৎ করবে। হয়ত মোদী হেরে যাবেন কিন্তু বিজেপি কোথাও যাচ্ছে না। এখনও বেশ কয়েক দশক লড়তে হবে।' একই সঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকেও আক্রমণ করেন প্রশান্ত কিশোর। তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধী মনে করেন জনতা খুব তাড়াতাড়ি মোদীকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। যতক্ষণ না আপনি ওঁর ক্ষমতা বুঝতে পারবেন এবং তা প্রতিরোধ করতে পারবেন। ততক্ষণ আপনি ওঁকে হারাতে পারবেন না।'

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতার হিসেবে কাজ করছেন প্রশান্ত কিশোর। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃতীয়বারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। এবার ঘাসফুল শিবিরের টার্গেট গোয়া। সেই লক্ষ্যভেদ করতে বর্তমানে উপকূলবর্তী রাজ্যে রয়েছেন প্রশান্ত কিশোর।

সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার সমাবেশ : বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারের দাবি

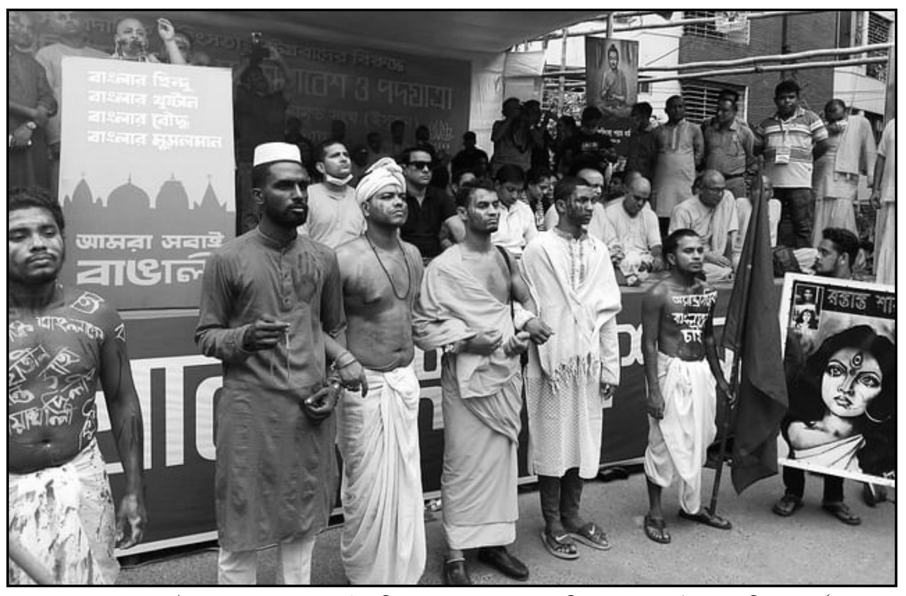

মনির হেসেন,ঢাকা,২৮ অক্টোবর।। আয়োজনটির নাম 'সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার মহাসমাবেশ ও পদযাত্রা'। সভা মঞ্চের বক্তৃতা ডায়াসের সামনে লেখা যুদ্ধকালীন সেই ঐতিহাসিক স্লোগান, 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিষ্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান-আমরা সবাই বাঙালি'। মঞ্চের সামনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে চার ধর্মের প্রতীকী প্রতিনিধি চার কিশোর। লাল—সবুজ পতাকা, বঙ্গবন্ধুর ছবি, বিভিন্ন অসাম্প্রদায়িক স্লোগানের ব্যানার—ফেস্টুন নিয়ে হাজারো মানুষের মেলবন্ধন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে এভাবেই সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম নগরের নন্দনকান চত্বরে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) আয়োজিত এই সমাবেশে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতারা সংহতি জানান। বক্তব্য দেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনুপম সেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাংসদ মোছলেম উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন, বিএনপি মহানগর সভাপতি শাহাদাত হোসেন, উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ সালাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ পালিত ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ইন্দু নন্দন দত্ত।

বক্তারা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সব ধর্ম, সব জাতিসত্তার সমন্বয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ সুখী বাংলাদেশ। এমন একটি দেশের জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে উল্টো চিত্র। বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা এখনো অটুট। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আমাদের আস্থা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে।

সমাবেশ থেকে বক্তারা সব সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচারের দাবি জানান ক্ষক্ষতিগ্রস্ত মঠ-মন্দির রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পুনর্নির্মাণ এবং সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন করার দাবি জানানো হয়।

ইসকন সদস্য স্বতন্ত্র গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী ও সাংবাদিক বিপ্লব পার্থের সঞ্চালনায় মহাসমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, ইসকন আঞ্চলিক সম্পাদক শ্রীপাদ রাধা গোবিন্দ দাস, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের উপাধ্যক্ষক্ষজিন বোধি ভিক্ষু, পাথরঘাটা ক্যাথলিক চার্চের ফাদার লেনার্ড, বাংলাদেশ গীতা শিক্ষা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা তপন কান্তি দাশ, বাংলাদেশ জন্মাষ্টমী উদ্যাপন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুজিত কুমার বিশ্বাস, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক প্রবীর কুমার সেন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইসকনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপাদ চারুচন্দ্র চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী।

সমাবেশে বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে মিছিল নিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন যোগ দেন। পরে বিশাল এক মিছিল বের হয়। মিছিলটি চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।

আরিয়ান মামলার অফিসার ইনচার্জ সমীর ওয়াংখেড় নন, সাফ জানাল এনসিবি

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : আরিয়ান মামলার অফিসার ইনচার্জ সমীর ওয়াংখেড় নন, সাফ জানাল এনসিবি ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেশ্বর সিং। যদিও বুধবার ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেশ্বর সিং জানিয়েছিলেন, এখনই সমীর ওয়াংখেড়কে তদন্তভার থেকে সরানো হচ্ছে না। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আরিয়ান কাণ্ডের তদন্তে আগের মতোই বহাল থাকবেন সমীর ওয়াংখেড়ে। বৃহস্পতিবার সুর বদল করল এনসিবি। ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেশ্বর সিং জানালেন, আরিয়ান মামলার অফিসার ইনচার্জ সমীর ওয়াংখেড় নন। এই মাদক মামলার যারা তদন্ত করছেন তাঁদের মধ্যে একজন আধিকারিক সমীর ওয়াংখেড়।

আরব সাগরে ক্রুজ মাদক পার্টিতে হানা দিয়েছিল এনসিবি। সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় আরিয়ান খান-সহ তাঁর তিন বন্ধুকে। আর এই গোটা অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর (এনসিবি) জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়। তবে, বিগত কিছুদিন ধরেই এই মাদক কাণ্ডের মতই চর্চা হচ্ছে সমীর ওয়াংখেড়কে নিয়ে। কারণ ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সমীর ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে মুম্বই পুলিশ। জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের চারটি থানায় ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। এবার এই সব অভিযোগের তদন্ত শুরু করলেন এসিপি মিলিন্দ খেতাল। তবে, বুধবার ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেশ্বর সিং জানিয়েছিলেন, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সমীর ওয়াংখেড়কে তদন্তভার থেকে সরানো হচ্ছে না। তিনি জানান, 'আমি স্পষ্ট করে জানাই যে সমীর ওয়াংখেড়ে তদন্তকারী অফিসার নন। তিনি মামলাটির তদারকি করছিলেন মাত্র। তার উপরে ডিডিজি এবং ডিজি রয়েছেন। সেই অনুসারে তিনি তদারকি করছেন মাত্র। তদন্তকারী অফিসার ভিভি সিং। আমরা আমাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছি। তার ভিত্তিতে ডিজি পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেবেন।'

কয়লা-কাণ্ডে হাজিরা আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের, বয়ান রেকর্ড ইডি-র

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : পর পর তিনবার এনফোর্সমেন্ট দফতরে তলব করা হয়েছে রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে। প্রথম দুবার সেই হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি। অবশেষে তৃতীয়বার তলব করার পর দিল্লিতে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন তিনি।বৃহস্পতিবার দুপুরে দিল্লিতে ইডি-র মুখোমুখি হন আইনমন্ত্রী। কয়লা-কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাঁকে। এ দিন দুপুরে ইডি-র দফতরে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, ঘণ্টা দুই ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে তাঁর। রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকের বিধানসভা কেন্দ্র আসানসোল উত্তর থেকেও কয়লা পাচার হয়েছিল বলে অভিযোগ। বেআইনিভাবে কয়লা উত্তোলনও করা হয়েছে ওই অঞ্চলে। পাচারকারীদের সঙ্গে এলাকার প্রভাবশালীদের যোগেরও একটা সূত্র তদন্তকারীরা পেয়েছেন ইতিমধ্যে। সেই কারণেই জামনগর হাউজে ইডির দফতরে ডেকে পাঠানো হয় রাজ্যের আইনমন্ত্রীকে। আইনমন্ত্রীর বয়ান রেকর্ড করেন ইডি-র আধিকারিকরা।

এর আগে কয়লাকাণ্ডে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। জামনগর হাউজে ইডির অফিসে তিনি হাজিরা দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী রুজিরাকেও একই মামলায় সমন পাঠানো হয়। রুজিরা হাজিরা না দিলেও ইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন অভিষেক। টানা ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ চলে তাঁর। পরে ফের তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। যদিও দ্বিতীয়বার হাজিরা দেননি তিনি।

কঙ্কালীতলায় অনুব্রতর মহাযজ্ঞ, সুস্থতা ও আরোগ্য কামনা মুখ্যমন্ত্রীর

বোলপুর, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): কখনও রাজনৈতিক বক্তব্য কখনও আবার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, বারবার শিরোনামে বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রত্যাশিত জয় এবং ত্রিপুরা ও গোয়া বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্ভাব্য বিজয় - এই প্রত্যাশা নিয়েই ৫১ সতী পীঠের অন্যতম বোলপুর সংলগ্ন কঙ্কালীতলায় বৃহস্পতিবার মহাযজ্ঞ শুরু করলেন অনুব্রত মণ্ডল। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা নাগাদ মা কঙ্কালীর বিশেষ পূজার্চনা করে এদিন মহাযজ্ঞের শুরু হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১১ জন পুরোহিত এই মহাযজ্ঞের সূচনা করেন। সুত্রের খবর, ৫০০ কেজি বেল কাঠ ও ৫০০ কেজি ঘি দিয়ে এই মহাযজ্ঞের আয়োজন। অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'মা কঙ্কালীকে বলেছিলাম ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যেন ২২০-২৩০ আসন ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক সুস্থতা কামনা করে যজ্ঞ করবো। তাই আজ যজ্ঞ।' তিনি বলেন, 'পূর্নাহুতির সময় বিশেষ প্রার্থনা আছে, সেটা আমি মা কঙ্কালীকেই বলব, এখন আমি কিছু বলছি না।' সেটা কি ত্রিপুরা আর গোয়ার বিধানসভা নির্বাচনের ফল?

'ত্রিপুরা, গোয়া ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়ে গেছেন,' স্বভাবসিদ্ধ মন্তব্য অনুব্রতর।

শুধু যজ্ঞ নয়, এদিন কয়েক হাজার মানুষকে ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয় জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। বোলপুরের বিধায়ক, রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও বস্ত্র মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, 'প্রতিবছরই অনুব্রত মণ্ডল এরকম মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন, এটা নতুন কিছু নয়। দল, দলনেত্রী ও রাজ্যের মঙ্গলকামনায় প্রতিবারই মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। এবারও অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে এই মহাযজ্ঞের আয়োজন।' আজ দলের সব বিধায়ক, বোলপুরের সাংসদ, জেলা, ব্লক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৯৯০

কলকাতা,২৮ অক্টোবর (হি. স.): ক্রমশ ঊর্ধমুখী করোনা গ্রাফ। যত দিন এগোচ্ছে, লাফ দিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। পাল্লা দিয়ে কমছে সুস্থতার হার! চিকিতসক এবং প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়িয়ে গত একদিনে সংক্রমিত প্রায় হাজায় ছুঁইছুঁই। ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত ৯৯০, সুস্থতার হার কমে ৯৮.২৯ু। দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে উদ্বেগের কারণ কলকাতা এবং তার পার্শবর্তী দুই ২৪ পরগনা। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৯৯০ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৯০,৩২। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৯,১০৫। ফলে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ০১,৯০,৮৪,৭৩৮।

মোদীজি ও আমার নেতৃত্বের উপর গোয়ার জনগণের পূর্ণ আস্থা রয়েছে : প্রমোদ সাওয়ান্ত

পানাজি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): তৃণমূলের নজরে এখন গোয়া। আরব সাগরের পাড়ে গোয়ায় জোড়া ফুল ফোটাতে তৎপর ঘাসফুল শিবির। বৃহস্পতিবারই গোয়ায় গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার এই আগমণকে লঘু হিসেবেই দেখছেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। তাঁর মতে, মোদীজি ও আমার নেতৃত্বের উপর গোয়ার জনগণের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তৃণমূলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেকেই যে কোনও স্থান থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। আমি বিগত আড়াই বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী এবং আমরা ১০ বছর ধরে সরকার চালাচ্ছি। মোদীজি এবং আমার নেতৃত্বের উপর জনগণের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। যে কেউ এখানে আসতে পারেন, তা আমাদের প্রভাবিত করতে পারবে না।'

বৃহস্পতিবারই গোয়ায় পা রেখেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বছর ৪০ আসনের গোয়া বিধানসভায় ভোট। সেখানেই আসন দখলের লক্ষ্যে এগোচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনকী ক্ষমতা দখলের হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই পরিস্থিতিতে গোয়ায় পা রাখার পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কালো পতাকা দেখানো হল। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি''ই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনও মন্তব্য করেনি বিজেপি।

২৯-৩১ অক্টোবর রোম সফরে থাকছেন মোদী, সাক্ষাৎ করবেন পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): ২৯ অক্টোবর থেকে আগামী ১ নভেম্বর পর্যন্ত বিদেশ সফরে থাকছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৯-৩১ অক্টোবর ইতালির রাজধানী রোমে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, ইতালির প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে রোমে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর গ্লাসগো-তে কোপ ২৬-এ অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। ইতালিতে থাকাকালীন ভ্যাটিকান সিটিতে গিয়ে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের বিষয়ে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা জানিয়েছেন, ২৯-৩১ অক্টোবর ইতালির রাজধানী রোমে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। ইতালির প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। এটি প্রধানমন্ত্রীর অষ্টম জি-২০ সম্মেলন। করোনার জন্য গত বছর সৌদি আরব আয়োজিত সম্মেলন ভার্চুয়ালি ছিল। শ্রিংলা জানিয়েছেন, ইতালি সফরের মূল লক্ষ্য হল মহামারী থেকে পুনরুদ্ধার, অর্থনীতি, স্থিতিস্থাপকতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন-সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরপর গ্লাসগো-তে কোপ ২৬-এ অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। ১ নভেম্বর ওয়ার্ল লিডার সামিটে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

মনির হেসেন,ঢাকা,২৮ অক্টোবর।। কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের ছয়টি জেলায় সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা তদন্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা জজদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী ৬০ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে। কুমিল্লা ছাড়া অন্য পাঁচ জেলার মধ্যে রয়েছে- চাঁদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রংপুর ও ফেনী। একইসঙ্গে এ বিষয়ে রিটের শুনানি নিয়ে রুল জারি করেছেন আদালত।

রুলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে উসকানিমূলক পোস্ট সরানো এবং সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে করা রিটের শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (২৮ অক্টোবর) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এদিন আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন। রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, রুলে হিন্দুদের দুর্গাপূজা প্যান্ডেল, মন্দির, বাড়ি, জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবন, উপাসনালয় এবং সম্পত্তি রক্ষায় কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়েছেন আদালত। এর আগে গত ২৬ অক্টোবর সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনষ্টের উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া সব ধরনের উসকানিমূলক পোস্ট ও ভিডিও অপসারণের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দায়ের করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার সাহাসহ দুই আইনজীবীর পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের অন্য আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া এ রিট আবেদন দায়ের করেন।

রিটে সারাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি, উপাসনালয় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ীদের খুঁজে বের করতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আর্জি জানানো হয়। একইসঙ্গে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এতে হিন্দু সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ দোষী কর্মকর্তাদের আদালতে হাজির করার নির্দেশনাও চাওয়া হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি), বাংলাদেশ টেলি কমিউনিকেশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রংপুর, ফেনীর ডিসি-এসপিসহ ১৯ জনকে রিটে বিবাদী করা হয়

কেরলের উপর থেকে বৃষ্টি দুর্যোগ কাটছেই না, ফের ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

তিরুবনন্তপুরম, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলের উপর থেকে বৃষ্টির দুর্যোগ কাটছেই না। ফের ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস জারি করা হল কেরলে। শুক্রবার বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে কেরলের তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, পত্তনমতিট্টা, আলাপ্পুঝা, কোট্টায়াম এবং ইদুক্কি জেলায়। বৃহস্পতিবারই এই ৬টি জেলায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র ১২টি দল মোতায়েন করা হয়েছে।

কেরলের রাজস্ব মন্ত্রী কে রাজন জানিয়েছেন, শুক্রবার তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, পত্তনমতিট্টা, আলাপ্পুঝা, কোট্টায়াম এবং ইদুক্কি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এনডিআরএফ-এর ১২টি দল মোতায়েন করা হয়েছে। ইদুক্কি জেলার মুল্লাপেরিয়ার বাঁধের ২৭ কিলোমিটার এলাকা থেকে মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৬টি শিবিরে ৩৩৯টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

দিল্লিতে কিছুটা বাড়ল করোনা-সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টা মৃত্যু-হীন রাজধানী

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার ফের কিছুটা বাড়ল। তবে, স্বস্তির বিষয় হল বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়নি কারও, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪২ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৫১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৯১ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৩১৫ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪৫ জন। বৃহস্পতিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৪৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় মোট করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে ৬,৩১,৭৪।

স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও কৃষকদের আত্মহত্যা অত্যন্ত লজ্জার : কেজরিওয়াল

মানসা, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা দেশে প্রায়ই শোনা যায়। কখনও ঋণের বোঝা সহ্য করতে না পেরে, কখনও আবার অন্য কোনও কারণে আত্মঘাতী হন অন্নদাতারা। কৃষকদের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার পঞ্জাবের মানসাতে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন কেজরিওয়াল। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলার সময় কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমরা যখন কৃষকদের আত্মহত্যার কথা শুনি তখন সকলেরই অত্যন্ত কষ্ট হয়। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও কৃষকদের আত্মহত্যা অত্যন্ত লজ্জার। অন্নদাতাদের আশ্বস্ত করে কেজরিওয়াল বলেছেন, আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, ১ এপ্রিলের পরে আমরা কোনও কৃষককে আত্মহত্যা করে মারা যেতে দেব না। আমরা এ জন্য সব কিছু করব। আমি আপনাদের প্রতিজ্ঞা করেছি। আমরা পঞ্জাবে কৃষিকাজ নিয়ে বড় পরিসরে পরিকল্পনা করছি। এক মাস পরে আমি যখন ফের আসব, আমি সেই পরিকল্পনা আপনার সঙ্গে ভাগ করে নেব।'

জামিন মিললেও আজ জেলেই রাত কাটাতে হবে আরিয়ানকে

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : অবশেষে জামিন পেলেন আরিয়ান খান। তবে এখনই জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না আরিয়ান। আপাতত দু'রাত তাঁকে জেলেই থাকতে হবে। এন-৯৫৬ নম্বর কয়েদির পোশাক এখনও দু' রাতের সম্বল তাঁর। গত ২ অক্টোবর আরব সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রমোদতরী থেকে আটক করা হয়েছিল আরিয়ান খানকে। সারারাত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ৩ অক্টোবর দুপুরে আরিয়ানকে গ্রেফতার করেছিল এনসিবি। গত ৭ অক্টোবর আরবাজ মার্চেন্ট আর মুনমুন ধামেচার সঙ্গে আরিয়ানকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। এনডিপিএস স্পেশাল কোর্ট আরিয়ানের জামিনের আবেদন খারিজ করে। পরবর্তীতে আইনজীবীরা বম্বে আদালতে জামিনের আবেদন করেন। তিনদিন ধরে কোর্টে সওয়াল জবাব পর্ব চলে। আর্থার রোড জেল থেকে অবশেষে শাহরুখ পুত্রকে মুক্ত করার পথ খুঁজে পেলেন আইনজীবীরা।

আরিয়ানের আইনজীবী মুকুল রোহতাগি এদিন আদালত থেকে বেরিয়ে বলেন, 'অর্ডার পেতে কিছুটা সময় লাগবে। তারপরেই আরিয়ান সহ বাকি দু''জন জেলের বাইরে আসবেন। আমার জন্য এটিও একটি সাধারণ কেস। কিছু মামলা আমরা জিতি, কিছু হারি। তবে আমি খুশি যে আরিয়ান খান অবশেষে জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরবেন।'' আইনজীবী সতীশ মানেশিন্দের গলাতেও এদিন একই সুর ছিল। তিনি জানিয়েছেন, আরিয়ান মুক্ত। শুক্রবার বা শনিবারই ছেড়ে দেওয়া হবে আরিয়ানকে।

৫ নভেম্বর কেদারনাথ যাচ্ছেন মোদী, উদ্বোধনের অপেক্ষায় শ্রী আদি শঙ্করাচার্য সমাধি

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): খুব বেশি দিন আর বাকি নেই, আগামী ৫ নভেম্বর কেদারনাথ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন কেদারনাথ মন্দিরে পূজার্চনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি উদ্বোধন করবেন শ্রী আদি শঙ্করাচার্য সমাধি, উন্মোচিত করবেন শ্রী আদি শঙ্করাচার্যর মূর্তি। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী (পিএমও)-র দফতরের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। পিএমও জনিয়েছে, ৫ নভেম্বর উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন কেদারনাথ মন্দিরে পূজার্চনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী আদি শঙ্করাচার্য সমাধি উদ্বোধনের পাশাপাশি উন্মোচিত করবেন শ্রী আদি শঙ্করাচার্যর মূর্তি। প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে বন্যায় ধ্বংসের পর সমাধিটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

স্যানিটাইজার থেকে শিশুর চোখের ক্ষতি

'হ্যান্ড স্যানিটাইজার'য়ের অতিরিক্ত ব্যবহার শিশুর চোখকে ক্ষতি করতে পারে।মহামারীর কারণে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও জীবাণুনাশক নিত্যদিনের সঙ্গী। সম্প্রতি এক গবেষণা থেকে জানা যায় স্যানিটাইজার ব্যবহারে শিশুদের চোখে এর ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা দেয়।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'জামা অপথালমোলজি' জার্নালে ২১ জানুয়ারি প্রকাশিত এক গবেষণার ফলাফল থেকে জানানো হয়, অ্যালকোহল ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারে শিশুদের চোখে গুরুতর সমস্যা দিতে পারে।এছাড়া এই গবেষণার জন্য তথ্য প্রদানকরা প্রতিষ্ঠান 'ফ্রেঞ্চ পয়জন কন্টোল সেন্টার'য়ের তথ্য অনুযায়ী, যাদের বিগত বছরে এই সমস্যা ছিল তাদের তুলনায় ১৮ বছরের কম বয়সি শিশুদের সাত গুণ বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।ফ্রান্সের শিশুরোগ চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্যভান্ডারের ২০১৯ সালের এই সমীক্ষা অনুযায়ী হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের ফলে চোখে ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি ১.৩ শতাংশ যা ২০২০ সালে ৯.৯ শতাংশ পর্যন্তছিল।২০১৯ সালে ফ্রান্সের এক শিশু হাসপাতালে ভর্তিছিল কেবল এই কারণে। অন্যদিকে ২০২০ সালে ১৬ জন শিশু এই রাসায়নিকের প্রভাবে হাসপাতালে ভর্তি ছিল।করোনাভাইরাস-সহ যেকোনো সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হাত পরিষ্কার রাখা জরুরি। এটা শিশুদের জন্যও প্রয়োজন। তবে স্যানিটাইজার ব্যবহার শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে নিচের পন্থাগুলো অবলম্বন করা ভালো।- সন্তান খুব বেশি ছোট হলে তার হাত পরিচ্ছন্ন রাখতে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে আপনি নিজে সাহায্য করুন। শিশুর হাতে পরিমাণ মতো স্যানিটাইজার ঢেলে দিন ও আপনার সামনেই তা ব্যবহার করার পরামর্শ দিন।

- বাইরে স্বয়ংক্রিয় স্যানিটাইজিং মেশিন থাকে। তাই খেয়াল রাখতে হবে সন্তান যেন সঠিকভাবে তা ব্যবহার করে।- সন্তানকে স্যানিটাইজার ব্যবহার অপেক্ষা সাবান পানি দিয়ে হাত ধুতে বেশি উৎসাহ দিতে হবে। - সন্তানের দৃষ্টিশক্তি এরই মধ্যে দুর্বল হলে তাকে চশমা পরতে বলুন। কারণ এটা চোখে রাসায়নিক উপাদান প্রবেশে বাধা দেয়।

সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা

সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি খাবার খাওয়ার সময়সীমাও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।দেহ চক্র নিয়ন্ত্রণ করে: সঠিক পুষ্টি, উন্নত ঘুম চক্রো সুশৃংখল খাবার সময় ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং এগুলো মেনে চলা উচিত। এই অভ্যাসগুলোর মাধ্যমেই দেহ চক্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। তাই, দেহ চক্র সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক সময়ে খাবার খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।বিপাক বৃদ্ধি: খাবারের সময় সীমার ওপর শরীরের বিপাক হার নির্ভর করে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিপাক হার সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই এই সময়ে পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া না হলে শরীর বিপাকের হার বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপাকের হারও হ্রাস পেতে থাকে। তাই রাত আটটার মধ্যে রাতের খাবার সম্পন্ন করা উচিত, এতে খাবার হজম হয় ঠিক মতো।বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশনে সহায়তা করে: খাবারের মাধ্যমে শরীর অনেক কিছু গ্রহণ করে।। শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশন করতে যকৃত সহায়তা করে। আর যকৃতের কার্যকারিতার ওপর খাবার গ্রহণের সময় সীমা প্রভাব রাখে। রাত ১০টা বা তার পরে খাবার খাওয়া হলে তা ঘুমের সময়ের কাছাকাছি হয়ে যায়। ফলে শরীরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং যকৃত ঠিক মতো নিষ্কাশনের কাজ করতে পারে না। তাই এই প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে রাতে সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া জরুরি।তিন বেলার খাবারের মধ্যে আদর্শ বিরতি: খাবার ঠিক মতো হজম করতে শরীরের তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগে। তাই প্রতিবেলার খাবারের মাঝে চার ঘন্টার বেশি বিরতি রাখা উচিত নয়। এই বিরতি দীর্ঘ হলে অ্যাসিড সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। দুই বেলার খাবারের মাঝে নাস্তা হিসেবে হাল্কা কিছু বা ফল খাওয়া ভালো। তিন বেলার খাবারের মাঝে দুবার হাল্কা নাস্তা করা উচিত।খাবার গ্রহণের সঠিক সময়সীমাসকালের নাস্তা: বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার দুই ঘন্টার মধ্যে নাস্তা সম্পন্ন করা উচিত। অন্যথায়, বিপাক হার হ্রাস পায়। ঘুম থেকে ওঠার পর যত তাড়াতাড়ি নাস্তা করা হয় তা শরীরের জন্য তত বেশি উপকারি।দুপুরের খাবার: হজম ক্রিয়া সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে ভেলা ১২টা থেকে দুইটার মধ্যে। তাই, এই সময়ে দুপুরের খাবার খাওয়া হলে তা ভালোভাবে হজম হয় এবং পুষ্টি শরীরে শোষিত হয়। ফলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। রাতের খাবার: দুপুরের খাবারের সঙ্গে চার ঘন্টা বিরতি রেখে রাত আটটার রাতের খাবার মধ্যে সম্পন্ন করা উচিত। এছাড়াও, রাতের খাবার ও ঘুমের সময়ের মধ্যে কমপক্ষে দুই ঘন্টার বিরতি থাকা আবশ্যক। এতে হজম ও ঘুম ভালো হয়।

ত্বক উপকারী নানান ফল

বিভিন্ন ফল ত্বকে সরাসরি ব্যবহার করেও উপকার পাওয়া যায়। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ত্বকে বিভিন্ন রকমের ফল ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। সিট্রাস ফল- কমলা, আঙ্গুর, লেবু এই ফলগুলো অম্লিয় এবং উচ্চ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন ত্বককে ব্রণ মুক্ত থাকতে ও ত্বক উজ্জ্বল করাতে সাহায্য করে।সিট্রাস ফল ব্যবহার করা খুব সহজ। ফল কেটে টুকরা করে মুখে মালিশ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ত্বককে সিট্রাসের রস শোষণ করতে ১০ মিনিট সময় দিন এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন।সতর্কতা: সিট্রাস ফল ব্যবহারের কারণে ত্বকে আলোক সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে। তাই এটা ব্যবহারের কমপক্ষে এক ঘণ্টা পরে বাইরে বের হতে হবে।বেরি- স্ট্রবেরি, আমলকীবেরি ধরনের ফল উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা ত্বকের নানান উপকার করে। বেরিতে থাকা পলিফেনল ত্বককে পরিবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং বয়সের ছাপ কমায়। স্যালিসাইলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ স্ট্রবেরি টুকরা করে কেটে ত্বক মালিশ করা যায়। এটা ত্বক এক্সফলিয়েট করে এবং ব্রণ দূর করে। ত্বকে স্ট্রবেরি ঘষার পরে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বকে দুই টেবিল-চামচ আমলকীর গুঁড়া ও সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে মুখে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।গ্রীষ্মকালীন ফল- কলা, আনারস, পেঁপেএসব ফলে ত্বক উপকারী নানান রকমের ভিটামিন ও আর্দতা রক্ষাকারী উপাদান আছে। এই ধরনের ফল সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায়। ত্বক কোমল করতে ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলতে কলা চটকে ত্বকে মালিশ করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। মুখে হঠাৎ ব্রেকআউট দেখা দিলে একটা তুলার বল আনারসের রসে ডুবিয়ে আক্রান্ত স্থানে চাপ দিয়ে ধরুন। ৩০ মিনিট পরে মুখ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে করে ফেলুন। পেঁপেতে আছে পাপাইন নামক উপাদান যা ত্বক এক্সফলিয়েট করে মৃত কোষ দূর করে। পেঁপের খোসা মুখে ঘষে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটা ত্বক আর্দ রাখতে এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে।

আপনার শরীরে আয়রনের অভাব আছে কিনা, বুঝবেন যে ১০টি লক্ষণে

আয়রনের অভাবে শরীরে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। শরীরে মিনারেলের অভাব দেখা দিলে আয়রনের ঘাটতিও দেখা দেয়। আয়রনই শরীরে হিমোগ্লোবিন তৈরি করে।

রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে হিমোগ্লোবিন না থাকলে শরীরের পেশীগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নারীরাই আয়রনের ঘাটতিতে ভোগেন। ডাক্তারি পরিভাষায় একে অ্যানিমিয়া বলে।

অ্যানিমিয়া হওয়ার কারণ কী?

অয়রনের অভাবেই মূলত অ্যানিমিয়া হয়। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। রক্তাল্পতা মূলত রক্তক্ষয়, লোহিত রক্তকণিকার উতপাদন কমে যাওয়া ও লোহিত রক্তকণিকা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে হয়।

যেসব নারীরা ঋতুস্রাবের সময় অতিরিক্ত রক্তপাতে ভোগেন তাদের অ্যানিমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার দীর্ঘমেয়াদি কোনো অসুখ কারণেও রক্তাল্পতা হতে পারে। যারা দীর্ঘদিন অর্শ রোগে ভুগছেন তারা এমনকি দীর্ঘমেয়াদি কিডনির সমস্যা ভুগছেন তারাও অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন। তবে অনেকেই টের পান পান তিনি আসলেই রক্তাল্পতায় ভুগছেন। সেক্ষেত্রে কী কী উপসর্গ দেখে বুঝবেন আপনার শরীরে আয়রনের অভাব আছে কি না- আয়রনের ঘাটতি দেখা দিলে শরীর হঠাত দুর্বল হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সারাদিনই শরীরে ক্লান্তি বোধ হতে পারে।

ভগ্ন নখ দেখেও বোঝা যায় শরীরে আয়রনের ঘাটতি আছে কি না। নখ যদি নরম থাকে আর বারবার ভেঙে যায় তাহলে বুঝবেন শরীরে আয়রনের অভাব আছে।

হঠাত যদি জিভ ফুলে যায় তাহলে অবশ্যই আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খান। তার আগে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করে দেখুন।

প্রায় প্রতিদিনই মাথার যন্ত্রণায় ভুগলে তাহলে এর পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সাইনাস, মাইগ্রেন ইত্যাদি। কিন্তু অনেক সময়ে আয়রনের অভাব হলেও প্রায়ই মাথা ধরার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইদানিং কি অল্পেই হাঁফিয়ে উঠছেন? যেমন অল্প পরিশ্রম কিংবা একটু হাঁটলেই নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসছে! আয়রনের অভাবে এই অসুবিধা দেখা দিতে পারে। হঠাত করে হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। শরীরে আয়রনের ঘাটতি থাকলে এ সমস্যা হতে পারে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। এটি শরীরে আয়রনের ঘাটতির কারণ হতে পারে। যদিও বিভিন্ন কারণে ঘনঘন জ্বর আসতে পারে। তবে সব সময় ঠান্ডা লাগার কারণে নয়, আয়রনের অভাবেও এটি হতে পারে। অতিরিক্ত চুল পড়ার সমস্যাকে সাধারণভাবে নেওয়া উচিত নয়। হঠাত করে যদি অধিক চুল পড়তে থাকে তাহলে তা হতে পারে আয়রনের ঘাটতি।

স্প্লিটএন্ডস নিয়ে চিন্তিত এই হ্যাক গুলি কাজে দেবে

চুল নিয়ে মানুষের এখন সমস্যার শেষ নেই। রুক্ষ চুল,সমানেই চুল ঝরে যাচ্ছে এবং খুশকি সঙ্গে আরও কত কি। আর এখনকার দিন দাড়িয়ে স্টাইলিং করার অন্ত নেই। এখন স্ট্রেট তো কালকেই কার্ল ফলেই বাড়ছে চুল নষ্ট হওয়ার জোগাড়। কিছুদিন পর থেকেই সমানেই ফেটে যেতে থাকে চুলের আগা। আর চুল বাড়তে খুবিই সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। এটি কেন হয়?

অত্যধিক চুলের ওপর অযত্ন থেকেই এটি বেশি দেখা দেয় এবং সেই থেকেই শুরু হয় স্প্লিটএন্ডস। চুল বাড়ে নাকি তেলে জলে, আর বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তেল দেয় না বেশিরভাগ মানুষ। আর সেই কারণেই প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব চুল দুর্বল করে ফেলে। বেশিরভাগ সময়ই চুল ফাটা দেখলে আমরা হালকা করে ট্রিম করে নি কিন্তু ফের যে কে সেই। সেই কারণে চুল এলোপাথাড়ি না কেটে একে বাঁচানোর উপায় খুঁজতে হবে।

সম্প্রতি ডার্মাটোলজিস্ট অঁচল পান্থ বেশ কিছু টিপস শেয়ার করেছেন আসলেই কীভাবে এই সমস্যা থেকে চুলকে বাঁচানো যায়। চলুন দেখে নিই!

প্রথমত, চুল ভেজা থাকলে একে খুব সাবধানে হ্যান্ডেল করতে হবে। একেবারেই জোড়ে তোয়ালে দিয়ে ঝাড়া মোছা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, তিনি বলেন চুল মোছার সময় কটনের জামা কিংবা কাপড় ব্যবহার করা বেশি ভাল। নয়ত চুল ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়ত, চুল যখন ভেজা থাকবে মোটা ভাগের চিরুনি দিয়েই চুল আঁচড়াবেন। সরু দাতের চিরুনি চুল ভেজা থাকলে ব্যবহার করবেন না।

চতুর্থত, অবশ্যই শ্যাম্পুর পরে কন্ডিশনার লাগাবেন। এতে চুল পড়ে কম এবং আগা ভাঙেও কম।

পঞ্চমত, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার হেয়ার মাস্ক লাগাবেন। ভেজা এবং পরিষ্কার চুলে অন্তত ১৫/২০ মিনিটের মত লাগিয়ে সেটিকে ধুয়ে ফেলবেন।

শেষ, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ চুলে হিট দেওয়া বন্ধ করতে হবে। ড্রায়ার কিংবা স্ট্রেটনার এগুলো যত কম পারবেন ব্যবহার করুন দরকার পড়লে চুলে ভাল একটি সিরাম লাগান এতে চুল পুষ্টি পাবে।

এই সময়ে চোখের সুস্থতা

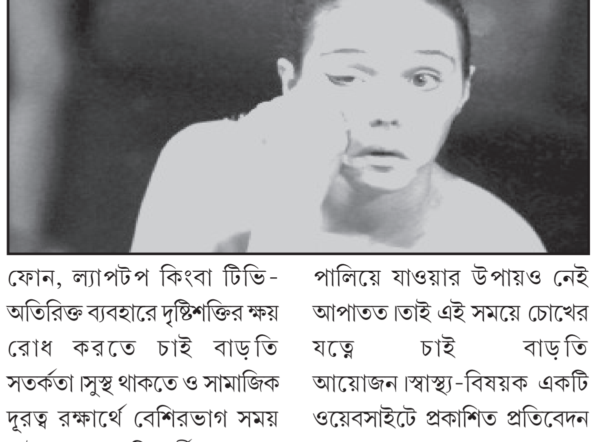

ফোন, ল্যাপটপ কিংবা টিভি- অতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তির ক্ষয় রোধ করতে চাই বাড়তি সতর্কতা।সুস্থ থাকতে ও সামাজিক দূরত্ব রক্ষার্থে বেশিরভাগ সময় কাটছে বাসায়। শিক্ষার্থীদের চলছে অনলাইন ক্লাস। তাই কাজ কিংবা বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ল্যাপটপ, টিভি কিংবা ফোন।ফলে দৃষ্টিশক্তির ওপর চাপ পড়ছে। আর এই পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই আপাতত।তাই এই সময়ে চোখের যত্নে চাই বাড়তি আয়োজন।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চোখের যত্ন নেওয়ার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।- চোখে লালচেভাব, চুলকানি, শুষ্কতা, দুর্বলতা, পানি পড়া, কালো দাগ ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিলে তার উপযুক্ত চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।- চোখ ভালো রাখতে বৈদ্যুতিক পর্দার দিকে তাকিয়ে কাজ করার সময় ২০ মিনিট পর পর অন্তত ২০ সেকেন্ডের জন্য চোখকে বিশ্রাম দিন। অর্থাৎ আলো থেকে দূরে থাকুন। এতে চোখের অস্বস্তি কমবে এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।- 'অ্যান্টি-গ্লেয়ার' চশমা ব্যবহার করুন, এটা চোখকে স্ক্রিন (কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন, এমনকি গেইম খেলার সময়েও) থেকে বিচ্ছুরিত ক্ষতিকারক নীল রশ্মি থেকে রক্ষা করে। ডিজিটাল চাপ থেকে চোখকে রক্ষা করার এটা অন্যতম উপায়।- খাবার তালিকায় সবজি ও ফল যোগ করুন। গাজর চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে কারণ এতে আছে ভিটামিন এ।

ত্বক উপকারী নানান

বিভিন্ন ফল ত্বকে সরাসরি ব্যবহার করেও উপকার পাওয়া যায়। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ত্বকে বিভিন্ন রকমের ফল ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। সিট্রাস ফল- কমলা, আঙ্গুর, লেবু এই ফলগুলো অম্লিয় এবং উচ্চ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন ত্বককে ব্রণ মুক্ত থাকতে ও ত্বক উজ্জ্বল করাতে সাহায্য করে।সিট্রাস ফল ব্যবহার করা খুব সহজ। ফল কেটে টুকরা করে মুখে মালিশ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ত্বককে সিট্রাসের রস শোষণ করতে ১০ মিনিট সময় দিন এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন।সতর্কতা: সিট্রাস ফল ব্যবহারের কারণে ত্বকে আলোক সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে। তাই এটা ব্যবহারের কমপক্ষে এক ঘণ্টা পরে বাইরে বের হতে হবে।বেরি- স্ট্রবেরি, আমলকীবেরি ধরনের ফল উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা ত্বকের নানান উপকার করে। বেরিতে থাকা পলিফেনল ত্বককে পরিবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং বয়সের ছাপ কমায়। স্যালিসাইলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ স্ট্রবেরি টুকরা করে কেটে ত্বক মালিশ করা যায়। এটা ত্বক এক্সফলিয়েট করে এবং ব্রণ দূর করে। ত্বকে স্ট্রবেরি ঘষার পরে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বকে দুই টেবিল-চামচ আমলকীর গুঁড়া ও সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে মুখে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।গ্রীষ্মকালীন ফল- কলা, আনারস, পেঁপেএসব ফলে ত্বক উপকারী নানান রকমের ভিটামিন ও আর্দতা রক্ষাকারী উপাদান আছে। এই ধরনের ফল সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায়। ত্বক কোমল করতে ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলতে কলা চটকে ত্বকে মালিশ করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। মুখে হঠাৎ ব্রেকআউট দেখা দিলে একটা তুলার বল আনারসের রসে ডুবিয়ে আক্রান্ত স্থানে চাপ দিয়ে ধরুন। ৩০ মিনিট পরে মুখ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে করে ফেলুন। পেঁপেতে আছে পাপাইন নামক উপাদান যা ত্বক এক্সফলিয়েট করে মৃত কোষ দূর করে। পেঁপের খোসা মুখে ঘষে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটা ত্বক আর্দ রাখতে এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে।

ঘরে বসে সন্তানের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সন্তানের পড়ালেখায় মনোযোগ বাড়াতে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার।লকডাউনে শিথিলতা আসলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপাতত খুলছে না। এই পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রেই চলছে অনলাইন ক্লাস।তবে অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত হলেও সন্তানকে পড়তে বসাতে বেগ পেতে হচ্ছে প্রায় সকল বাবা-মাকেই।এই পরিস্থিতি কিছুটা সহজ করার উপায় নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষামুলক 'অ্যাপ' 'বাইয়ু'স লার্নিং অ্যাপ'য়ের 'চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার' আঙ্কিতা কিশোর, যা উঠে আসে শিক্ষামূলক একটি ওয়েবাসাইটের পাতায়। সেই প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।পড়ার নির্দিষ্ট স্থান: সারাদিন ঘরে বন্দি থেকে পড়াশোনার মনোযোগ ধরে রাখা সহজ কথা নয়। তাই ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে হবে পড়ার জন্য, যেখানে নিরিবিলিতে পড়ায় মনোযোগ দেওয়া যায়। আর বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সেখানে ভালোমানের ইন্টারনেট সংযোগও থাকা চাই।বিষয়বস্তুর ওপর দখল বাড়ানো: শিক্ষার্থীদের হাতে এখন অফুরন্ত সময়, যার বেশিরভাগই হয়ত অপচয় হয়ে যাচ্ছে হতাশায়। তবে পরিস্থিতিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের যে কঠিন অংশগুলো রপ্ত করা হয়নি তা এখন সময় নিয়ে অনুশীলন করার সুযোগ আছে। এজন্য বিষয়বস্তু আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে। বোঝার ঘাটতি থাকলে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করতে হবে শিক্ষকদের।

ক্লাস, কোচিং, প্রাইভেট, পরীক্ষার চাপ এখন নেই। তাই ইন্টারনেট ঘেটে বিভিন্ন বিষয়ে বাড়তি জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ আছে।ভিডিও দেখা: বিশেষজ্ঞরা বলেন, পড়ে শেখার চাইতে দেখে শেখা দ্রুততর। কারণ চাক্ষুস কোনো ঘটনা থেকে মস্তিষ্ক ৬০ হাজার গুন দ্রুত গতিতে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। আর বই পড়ার চাইতে ভিডিও দেখা তুলনামূলক বেশি মজাদার একথা অনেকেই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য শিক্ষামূলক ভিডিও আছে যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, আগ্রহ বাড়ায়। বোঝানোর পদ্ধতির ওপর জ্ঞান অর্জন অনেকটা নির্ভরশীল। একই বিষয়কে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে ভিডিও তৈরি করতে পারেন। ফলে আপনার হাতের মুঠোর আছে একাধিক শিক্ষক। এই অফুরন্ত সময়ে সব শিক্ষাকেই কাজে লাগানো সম্ভব।রুটিন: পড়াশোনায় শৃঙ্খলা থাকা অত্যন্ত জরুরি। আর সেজন্য প্রথমেই পড়াশোনার রুটিন তৈরি করতে হবে। এই রুটিন হতে হবে বাস্তবমুখী এবং সেই রুটিন মেনে চলতে হবে প্রতিদিন, কঠোরভাবে। নতুন কিছু শেখা, তা অনুশীলন করা এবং তা পুনরালোচনা করা সবকিছুর জন্যই সময় ভাগ করা থাকতে হবে রুটিনে।চারপাশ থেকে শিক্ষা নেওয়া: জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া শুধু বইয়ের পাতা থেকে পরীক্ষার খাতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকেও শেখার আছে অনেক কিছু, যা ক্ষেত্র বিশেষ পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই চারপাশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানার আগ্রহ থাকতে হবে। প্রশ্ন করতে হবে। ইন্টারনেটে তা নিয়ে আরও জানার চেষ্টা করতে হবে। আর শুধু জানলেই হবে না, তা মাথায় রাখতে হলে লব্ধ জ্ঞানকে হাতেনাতে কাজে লাগানোর চেষ্টাও থাকতে হবে। অনুশীলন, আরও অনুশীলন: নতুন কিছু শেখার পর তাতে দক্ষ হয়ে উঠতে অনুশীলনের বিকল্প নেই। যত বেশি অনুশীলন করা হবে, দক্ষতা ততই বাড়তে থাকবে। বারবার অনুশীলনে মাধ্যমে সেই কাজটি আরও সহজে করার পথও বের করে ফেলতে পারেন। তাই অনুশীলনেই বিকল্প নেই। করোনাভাইরাসের কারণে জীবন থমকে গেলেও শেখার সুযোগ ফুরিয়ে যায়নি কখনই। তবে থাকতে হবে শেখার আগ্রহ, জ্ঞানের ক্ষুধা, সময় কাজে লাগানোর স্পৃহা।

সিপিএমের তরফ থেকে পুর নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করেন প্রতিনিধি দল। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশ সরকারকে বিব্রত করতে সংখ্যালঘু ধর্ষণ-মৃত্যুর গল্প ছড়ানো হচ্ছে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

মনির হেসেন,ঢাকা,২৮ অক্টোবর।। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি এবং কোনো মন্দিরে অগ্নিসংযোগ হয়নি বা কোনো মন্দির ধ্বংস করা হয়নি বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন। তিনি বলেছেন, সরকারকে বিব্রত করতে কিছু উৎসাহী গণমাধ্যম এবং ব্যক্তি সংখ্যালঘু ধর্ষণ ও মৃত্যুর সাজানো গল্প ছড়াচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। গত ১৩ অক্টোবর কুমিল্লার একটি মণ্ডপে 'কোরআন অবমাননা'র খবর ছড়ানোর পর চাঁদপুর, রংপুর, ফেনী, নোয়াখালীসহ দেশের বেশকিছু এলাকায় সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় জড়িতদের বেশিরভাগকেই গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার বিবৃতিতে বলেন, সাম্প্রতিক ধর্মীয় সহিংসতায় আজ পর্যন্ত ছয়জন মারা গেছেন। এদের মধ্যে চারজন মুসলিম, যারা হিন্দু স্থাপনায় আক্রমণচেষ্টায় পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। এছাড়া আরও দুজন হিন্দু মারা গেছেন, এদের একজনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এবং একজন পানিতে ডুবে মারা গেছেন। কেউই ধর্ষণের শিকার হননি এবং একটি মন্দিরেও অগ্নিসংযোগ হয়নি বা ধ্বংস হয়নি। অবশ্য কিছু প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে স্বীকার করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রতিমা ভাঙচুরকারী সব অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তারা এখন পুলিশের হেফাজতে আছে। যে দেড় ডজন অসহায় মানুষের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেসব পুনর্নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এবং সবাইকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু উৎসাহী গণমাধ্যম ও ব্যক্তি ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ শেখ হাসিনার সরকারকে বিব্রত করার জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মৃত্যু ও ধর্ষণের সাজানো গল্প ছড়াচ্ছে।

ড় মোমেন বলেন,সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সব জায়গায় এমনকি বিভিন্ন বাড়িতেও পূজামণ্ডপের বিস্তার ঘটেছে। প্রতিটি মণ্ডপের জন্য সরকার অর্থ দিয়ে আসছে। তবে সাতদিন ২৪ ঘণ্টা পূজামণ্ডপ পর্যবেক্ষণের মতো পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী নেই। এ ধরনের ঘটনা এড়াতে মণ্ডপগুলো একেবারে খালি রেখে যাওয়া উচিত নয় পূজা আয়োজকদের।

কুমিল্লায় মণ্ডপে কোরআন রাখা ইকবাল হোসেনের বিষয়টি টেনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,পূজামণ্ডপে কোনো উপাসক বা আয়োজক না থাকার সুযোগ নিয়ে একজন মাদকাসক্ত একটি মূর্তির পায়ের কাছে পবিত্র কোরআন শরিফ রেখে যায়, যা আরেক ব্যক্তি ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয়। এটি ক্ষোভের জন্ম দেয়, যার পরিণতিতে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

জাপানের জুডোর পুরোধাকে সম্মান গুগুল ডুডলের

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : জাপানের জুডোর পুরোধা কানো জিগোরোকে সম্মান জানাল গুগুল ডুডল। বৃহস্পতিবার জাপানের 'জুডোর জনক' অধ্যাপক জিগোরোকে তাঁর ১৬১তম জন্মদিনে একটি ডুডল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ডুডলটিতে একাধিক স্লাইড রয়েছে এবং এটি কানোর জীবন এবং কাজকে ফ্রেমের একটি অ্যানিমেটেড সিরিজে দেখানো হয়েছে। সেখানে তাঁকে তাঁর ছাত্রদের মার্শাল আর্টে পারদর্শী হতে সাহায্য করতে দেখানো হয়েছে।

১৮৬০ সালে মিকেজে (বর্তমানে কোবের অংশ) জন্মগ্রহণ করেন কানো। ১১ বছর বয়সে তাঁর বাবার সাথে টোকিওতে চলে আসেন। তিনি স্কুলেই জুজুৎসুর মার্শাল আর্ট শেখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন, তিনি একজনকে খুঁজে পেলেন যিনি তাঁর শিক্ষক জুজুৎসু মাস্টার এবং প্রাক্তন 'সামুরাই' ফুকুদা হাচিনোসুকে।

জুডোর জন্ম হয় জুজুৎসু স্প্যারিং ম্যাচের সময় যখন কানো তাঁর চেয়ে অনেক বড় প্রতিপক্ষকে রণাঙ্গনে নিয়ে আসার জন্য একটি পশ্চিমা কুস্তি চালকে অন্তর্ভুক্ত করেন। জুজুৎসুতে ব্যবহৃত সবচেয়ে বিপজ্জনক কৌশলগুলি সরিয়ে তিনি 'জুডো' তৈরি করেন, একটি নিরাপদ এবং সহযোগিতামূলক খেলা হিসাবে। যা কানো-এর সেরিয়োকু-জেনিও (শক্তির সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার) এবং জিতা-কিওই (নিজের এবং অন্যদের পারস্পরিক সমৃদ্ধি) এর ব্যক্তিগত দর্শনের উপর ভিত্তি করে।

বারামুল্লায় ভারতীয় সেনার গুলিতে খতম জঙ্গি

শ্রীনগর, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : বৃহস্পতিবার সকালে উপত্যকায় ফের সেনাবাহিনী ও জঙ্গি গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। নিহত হয়েছে এক জঙ্গি। জানা গিয়েছে, বারামুল্লার চেরাদারিতে সেনাবাহিনী এবং জম্মু এবং কাশ্মীর পুলিশের একটি এরিয়া ডমিনেশন পেট্রোল (এডিপি) দলের উপর সন্ত্রাসীরা গুলি চালায়, প্রত্যুত্তপে জবাব দেয় সেনাবাহিনীও। এই ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে একজন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। নিহত জঙ্গিকে শনাক্ত শনাক্ত করে কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে এই ব্যক্তি অভিবাসী শ্রমিকদের হত্যা কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নিহত সন্ত্রাসীর কাছ থেকে একটি পিস্তল, একটি লোডড ম্যাগাজিন এবং একটি পাকিস্তানের তৈরি গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেও নিরাপত্তা বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীরে শ্রমিকদের হত্যার সঙ্গে জড়িত লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) এর দুই কমান্ডার সহ চার জঙ্গিকে হত্যা করেছে। বিহারের দুই শ্রমিককে কুলগাম জেলায় তাঁদের বাসস্থানে ঢুকে গুলি করে হত্যা করা সন্ত্রাসীরা।

কর্নাটকের আবাসিক স্কুলে কোভিড আক্রান্ত ৩৩ পড়ুয়া

বেঙ্গালুরু, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : স্কুল খোলার পর বিপত্তি কর্নাটকে। স্থানীয় কোদাগু জেলার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ৩৩ জন পড়ুয়া কোভিডে আক্রান্ত বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এর পরই ওই আবাসিক স্কুলটিকে গণ্ডিবন্ধ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আক্রান্ত পড়ুয়াদের অধিকাংশই কোভিডের লক্ষণহীন।

ওই আবাসিক স্কুলে থাকা ২৮৭ জন পড়ুয়ার কোভিড পরীক্ষা করান স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেই পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা গিয়েছে ৩৩ জন করোনায় আক্রান্ত। ওই স্কুলের যারা কোভিড আক্রান্ত নয়, তাদের সাত দিনের নিভৃতবাসে রাখা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ওই স্কুল পরিদর্শন করেছেন সে জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক। তিনি পড়ুয়াদের বাবা-মায়েদের আতঙ্কিত হতে নিষেধ করেছেন। ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল পঙ্কজাসান বলেছেন, "আক্রান্তদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। ভয়ের কোনও কারণ এখনও অবধি নেই। গোটা স্কুল চত্বর স্যানিটাইজ করা হয়েছে। এবং সতর্কতামূলক যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তা নেওয়া হয়েছে।"

কর্নাটকে ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ক্লাস খুলেছিল ৬ সেপ্টেম্বর এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়েছে ২৩ আগস্ট থেকে।

শেয়ার বাজারে ধস, ১১৫৪ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার শেয়ারবাজারে ব্যাপক ধস নেমেছে। ব্যাঙ্ক, পিএসইউ ব্যাঙ্ক, ফাইন্যান্স স্টক এবং ধাতুর স্টরে ভারী পতন দেখা যাচ্ছে। এদিন দিনের শেষে সেনসেক্স ১, ০০০ পয়েন্টেরও বেশি পড়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো ২৫ মিনিট নাগাদ সেনসেক্স ৮৭৬ পয়েন্টের পতনের সঙ্গে ৬০,২৬৮-এর স্তরে লেনদেন করছিল এবং নিফটি ২৬৫ পয়েন্ট কমে ১৭,৯৪৩-এর স্তরে লেনদেন করছিল এবং নিফটি ২৬৫ পয়েন্ট কমে ১৭,৯৪৩-এর স্তরে লেনদেন করছিল। এদিন নিফটি ব্যাঙ্ক ২.৫১ শতাংশ, ফাইন্যান্স পরিষেবা ২.০৫ শতাংশ, ঞ্ছড্ড ব্যাঙ্ক ৩.৮৯ শতাংশ, রিয়েলটি ৩.১১ শতাংশ, মেটাল ২.৫৮ শতাংশ এবং এফএমসিজি ২.১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সেনসেক্স ২টো ৩৫ মিনিট নাগাদ ৯৫৩ পয়েন্ট নেমে ৬০,১৮৯-এর স্তরে লেনদেন করছিল। বৃহস্পতিবার দিনের শেষে সেনসেক্সের ৩০টি স্টকের মধ্যে ২৩টি স্টকেরই দর ব্যাপক ভাবে পড়েছে। এই বাজারেও ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক, এলএন্ডটি এবং আল্ট্রাটেক সিমেন্টের শেয়ারের দাম বেড়েছে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে আজ নিফটি সূচকও পতনের সঙ্গে লেনদেন করেছে। বৃহস্পতিবার নিফটির ৫০টি স্টকের মধ্যে, ৪০টি স্টকেরই দর ব্যাপক ভাবে পড়েছে। বৃহস্পতিবার দিনের শেষে সেনসেক্স ১.৮৯ শতাংশ বা ১১৫৪.৭৭ পয়েন্ট পড়ে ৫৯, ৯৮৮.৫৬ পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে। এদিকে আজ নিফটিও .২০ শতাংশ বা ৪০০.৭৫ পয়েন্ট পড়ে ১৭৮১০.২০ পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

হরিয়ানায় চলন্ত ট্রাক থেঁতলে দিল তিন মহিলা কৃষককে

চণ্ডীগড়, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সাতসকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল দিল্লি-হরিয়ানা সীমানায়। দ্রুত গতিতে আসা চলন্ত ট্রাক পিষে দিল রাস্তায় ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তিন মহিলা কৃষককে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল ২ মহিলা কৃষকের। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর আরও এক মহিলা কৃষকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী সেখানে পৌঁছলে শুরু হয় বিক্ষোভ। ঘাতক ট্রাকের চালক পলাতক। তাঁর খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। সূত্রের খবর, এদিন সকালেই দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তের কাছে একটি ডিভাইডারের উপর বসেছিলেন তিনজন মহিলা, পেশায় তাঁরা কৃষক।রিক্সার অপেক্ষাতেই তাঁরা বসেছিলেন। দূর থেকে একটি অটো-রিক্সা দেখতে পেয়েই রাস্তার ধারে এসে দাড়ান তাঁরা, হাত দেখাতে থাকেন অটোটিকে। সেই সময়েই ওই রাস্তা দিয়ে আসছিল ওই ট্রাকটিও। হঠাৎ সেটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মহিলাদের দিকে ধেয়ে আসে। ওই তিন মহিলা ডিভাইডারের উপরে ওঠার আগেই দ্রুতগতিতে এসে ধাক্কা মারে ট্রাককি, ছিটকে পড়েন ওই মহিলারা। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই মহিলার। বাকি একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসা চলাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তিনজন মহিলাই পঞ্জাবের মানসা জেলার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় গাড়ির চালক। তাঁর খোঁজ চলছে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরই তা স্পষ্ট হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সুস্থ হয়ে দিল্লির এইমস থেকে ছাড়া পেলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : ম্যালেরিয়া থেকে সুস্থ হয়ে দিল্লি এইমস থেকে ছাড়া পেলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বৃহস্পতিবার সকালে এইমস থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি।

২৪ অক্টোবর থেকে বঙ্গভবনেই চিকিৎসা চলছিল রাজ্যপালের। ২৫ অক্টোবর জ্বর বাড়ায় ভরতি করা হয়েছিল দিল্লি এইমসে। দিল্লি এইমসের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক চিকিৎসক নীরজ নিশ্চলের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছিল জগদীপ ধনকরের। বর্তমানে রাজ্যপালের শারীরিক অবস্থা ঠিক আছে। তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন ম্যালেরিয়া থেকে। এই পরিস্থিতি এদিন সকালে তাঁকে দিল্লি এইমস থেকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

জমা জলে দিল্লিতে প্রকোপ বাড়ছে ডেঙ্গুর

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই জমা জলে রাজধানীতে ক্রমশ বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। চলতি বছরেই ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা হাজার পার করেছে, এর মধ্যে বিগত এক সপ্তাহেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ২৮৩ জন।

দক্ষিণ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন জানিয়েছেন, দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গু জ্বরে। এরমধ্যে একজন মহিলা দিল্লির বাসিন্দা হলেও, বাকিরা পার্শবর্তী বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। যেহেতু কর্পোরেশনে কেবল দিল্লির বাসিন্দাদেরই মৃত্যুর নথি দাখিল করা হয়, সেই হিসাবে রাজ্যে এখনও অবধি ডেঙ্গুতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। সফদরজং হাসপাতাল ছাড়াও দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালেও এক ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত দুই সপ্তাহ ধরেই দিল্লির হাসপাতালগুলিতে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। একাধিক হাসপাতালে ইতিমধ্যেই শয্যা সঙ্কটও দেখা দিয়েছে। দিল্লির এইমস, রাম মনোহর লোহিয়া, লোক নায়কের মতো বেসরকারি হাসপাতালগুলির তরফেও জানানো হয়েছে, নিত্যদিনই জ্বর নিয়ে আসছেন রোগীরা। তাদের মধ্যে কিছুজনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ছে, বাকিদের অধিকাংশই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত। এইমসের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, বর্তমানে ৩০ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন, এদের মধ্যে অধিকাংশেরই গুরুতর উপসর্গ রয়েছে। লোক নায়ক হাসপাতালেও বর্তমানে ৪১ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

পাকিস্তানের জয় উদযাপন করলেই দেশদ্রোহিতার মামলা : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): পাকিস্তানের জয় উদযাপন করলেই "পাক-প্রেমীদের" বিরুদ্ধে দায়ের হবে দেশদ্রোহিতার মামলা। রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার যোগী আদিত্যনাথের দফতর থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের জয় উদযাপন করলেই দায়ের হবে দেশদ্রোহিতার মামলা। শুধু হুঁশিয়ারিই নয়, ইতিমধ্যেই কঠোর পদক্ষেপও নিয়েছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাকিস্তানের জয় উদযাপন করায় গ্রেফতার করা হয়েছে আগ্রার আরবিএস কলেজের ৩ জন কাশ্মীরি ছাত্রকে। আগ্রা (শহর) পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, অভিযোগ পাওয়ার পর প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়, পরে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনের একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ধারওয়াড়ে শুরু হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠক

বেঙ্গালুরু, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠক ধারওয়াড়ে (কর্নাটক) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরসঙ্ঘচালক ড় মোহন ভাগবত এবং সরকার্যবাহ শ্রী দত্তাত্রেয় হোসবালে ভারত মাতার ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বৈঠকের উদ্বোধন করেন। সারাদেশের বিভিন্ন সংগঠনের সংঘচালক, কার্যবাহী, প্রচারক, সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য এবং সর্বভারতীয় সংগঠনের মন্ত্রীসহ প্রায় ৩৫০ জন কর্মী সভায় অংশ নিচ্ছেন।

বৈঠকে সংঘের কাজের বর্তমান অবস্থা, কাজের সম্প্রসারণ ও কর্মী উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবে। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হওয়া সাম্প্রতিক হিংসার বিষয়েও একটি প্রস্তাব পাস করা হবে। সভার শুরুতে অতীতে মৃত্যুবরণ করা বিশিষ্টজনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। যেখানে সংস্কার ভারতীর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী আমির চন্দ, কন্নড় লেখক শ্রী জি. ভেঙ্কট সুভিয়া, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংবাদিক শ্রী এইচ.এস. দুরেস্বামী, বিখ্যাত কবি ডঃ এইচ সিদ্দালঙ্গাইয়া, রাজনীতিবিদ শ্রী অস্কার ফার্নান্দেজ, স্বামী অধ্যাতমানন্দ জি, স্বামী ওমকারানন্দ জি, স্বামী অরুণাগিরি জি, সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী শ্যাম খোসলা, দৈনিক জাগরণের মালিক শ্রী যোগেন্দ্র মোহন গুপ্ত, গীতা প্রেস গোরখপুরের সভাপতি শ্রী রাহেম, শ্রী রাহেমাস, লেখক শ্রী নরেন্দ্র কোহলি, শ্রী রাজেশ সাতভ, রাজ্যসভার সাংসদ (কংগ্রেস), অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী সোলি সোরাবজি, প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী জগমোহন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ শ্রী কল্যাণ সিং, সাংবাদিক শ্রী রোহিত সারদানা, শ্রী সুন্দর লাল বহুগুনা (চিপকো আন্দোলন), আখড়া পরিষদের সভাপতি হলেন মহন্ত নরেন্দ্র গিরি জি মহারাজ, হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বীরভদ্র সিং। বৈঠকটি ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যায় শেষ হবে।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

পুণেতে গ্রেফতার আরিয়ান মামলায় এনসিবি-র অন্যতম সাক্ষী কিরণ গোসাভি

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : অবশেষে পুলিশের জালে আরিয়ান খান মাদক মামলার অন্যতম সাক্ষী কিরণ পি গোসাভি। দীর্ঘদিন আত্মগোপনের পর এই বেসরকারি গোয়েন্দাকে এদিন মহারাষ্ট্রের পুণে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর খোঁজ করছিল পুলিশ। যদিও কয়েকদিন আগে তিনি জানিয়েছিলেন, উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউ থানায় তিনি আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু সেটি তিনি করেননি। এই কেপি গোসাভি আদতে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা। যার সঙ্গে এনসিবির কোনও যোগাযোগই নেই। যদিও মুম্বই ক্রুজ মাদককাণ্ডে এনসিবি-র সাক্ষীদের মধ্যে অন্যতম তিনি। এনসিবির অভিযান চলাকালীন শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানের সঙ্গে সেলফি তুলে ভাইরাল হয়েছিলেন গোসাভি। তাঁর পর থেকেই নিরুদ্দেশ ছিলেন তিনি। এরপর তাঁরই ব্যক্তিগত দেহরক্ষী প্রভাকর সেইল আরিয়ান কাণ্ডে টাকার লেনদেনের গুরুতর অভিযোগ তুলে গোসাভির নামও উল্লেখ করেছিলেন।

নিরুদ্দেশ থাকা অবস্থায়, দু"দিন আগে এক সাক্ষাতকারে গোসাভি জানান, আরিয়ান তাঁর কাছে ফোন চেয়ে নিজের বাব-মার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে গোসাভি শাহরুখের ম্যানেজারকেও সে সময় ফোন করেছিলেন বলে জানান। এদিকে, প্রভাকর সেইলের দাবি, এনসিবি সাক্ষী হিসাবে ১০ টি সাদা কাগজে তাঁকে দিয়ে সই করিয়েছে। এছাড়াও তিনি হলফনামা দিয়ে জানান, ২রা অক্টোবরের রাতে আরিয়ানকে এনসিবির দফতরে নিয়ে আসার পর কেপি গোসাভি এবং জনৈক স্যাম ডিসুজার মধ্যে কথোপকথন শুনেছিলেন তিনি। যেখানে বলা হয়েছিল প্রথমে ২৫ কোটি টাকা দাবি করা হবে, যদিও, ১৮ কোটিতে গোটা মামলা রফা হবে। যার মধ্যে ৮ কোটি টাকা দেওয়া হবে এনসিবির জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়েকে।

সুরক্ষা চেয়ে মুম্বই হাইকোর্টের দ্বারস্থ সমীর ওয়াংখেড়ে

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরোর মুম্বই জোনাল চিফ সমীর ওয়াংখেড়ে বৃহস্পতিবার দ্বারস্থ হলেন বোম্বে হাইকোর্টের। তিনি যে কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ থেকে সুরক্ষা চেয়েছেন। ওয়াংখেড়ে আদালতকে বলেন, "আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের দ্বারা আক্রান্ত। আমার আশঙ্কা হল তারা আমাকে গ্রেফতার করবে। আমি কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ না নিয়ে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা চাই।" সেই সঙ্গে তিনি আদালতের কাছে প্রার্থনা করেছেন মহারাষ্ট্র সরকারের থেকে এই তদন্তভার কেন্দ্রীয় সংস্থা বা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হোক। সমীর ওয়াংখেড়ে বিলাসবহুল ক্রুজ থেকে গত ২ অক্টোবর আরিয়ান খানকে মাদক মামলায় আটক করার পর থেকেই একের পর এক অভিযোগের সম্মুখীন হচ্ছেন। এনসিপি নেতা নবাব মালিক তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ম পরিবর্তন করে বিয়ে, বা মিথ্যে পরিচয় দিয়ে তফশিলি কোটায় চাকরি ও ইচ্ছে করে মাদক মামলায় ফাঁসানোর মতো একাধিক অভিযোগ এনেছেন। প্রভাকর সেইলের দাবি, সমীর ওয়াংখেড়ের নির্দেশ অনুযায়ী এনসিবি সাক্ষী হিসাবে ১০ টি সাদা কাগজে তাঁকে দিয়ে সই করিয়েছে। এছাড়াও তিনি হলফনামা দিয়ে জানান, ২রা অক্টোবরের রাতে আরিয়ানকে এনসিবির দফতরে নিয়ে আসার পর কেপি গোসাভি এবং জনৈক স্যাম ডিসুজার মধ্যে কথোপকথন শুনেছিলেন তিনি।

যদিও এই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সমীর ওয়াংখেড়ে জানান, মুম্বই পুলিশ তাঁর পিছনে দু"জন কর্মীকে নিয়োগ করেছে, যাঁরা তাঁর সমস্ত গতিবিধি নজর রাখছেন। তাঁর আরও অভিযোগ তাঁর মা মুসলিম ছিলেন বলেই তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে। এদিকে, গতকাল এই এনসিবি প্রধানকে মুম্বইয়ে এসে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেন ভিজিলেন্স অফিসাররা। আর তারপরেই সমীর ওয়াংখেড়ে দ্বারস্থ হয়েছেন বোম্বে হাইকোর্টের।

কথা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী, হাইলাকান্দির মিজোরাম সীমান্তে স্থাপিত হচ্ছে স্থায়ী কমান্ডো ব্যাটালিয়নের ক্যাম্প

হাইলাকান্দি (অসম), ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : যেমন কথা তেমনি কাজ। হাইলাকান্দির বীরসীমায় স্থাপন করা হচ্ছে দ্বিতীয় আসাম কমান্ডো ব্যাটালিয়নের ক্যাম্প। যা অবশ্যই জেলাবাসীর কাছে সুখকর খবর। আর এ জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ৮০০টি পদ। অসম-মিজোরাম সীমান্তে মিজো আগ্রাসন মোকাবিলায় শেষমেশ অসম পুলিশের স্থায়ী কমান্ডো ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে। সেকেন্ড আসাম কমান্ডো ব্যাটালিয়ান (অপারেশন) স্থাপন হবে দক্ষিণ হাইলাকান্দির বীরসীমায় অসম মিজোরাম সীমান্তে। জানা গেছে, নতুন এই কমান্ডো ব্যাটালিয়নের জন্য নতুন করে ৮০০টি পদ সৃষ্টি করেছে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। রাজ্যের গৃহ ও রাজনৈতিক দফতরের সচিব দিগন্ত বরা (আইপিএস) গত ২২ অক্টোবর রাজ্যের প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্ট জেনারেলকে চিঠি লিখে প্রস্তাবিত কমান্ডো ব্যাটালিয়ানের নতুন পদের বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে অবগত করেছেন। এর প্রতিলিপি অসমের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি), রাজ্য সরকারের অর্থ (বাজেট) বিভাগ সহ হাইলাকান্দির ট্রেজারি অফিসারকে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যের অর্থ বিভাগের তরফে চলতি অর্থ বছরে উল্লিখিত ৮০০টি নতুন পদে নিয়োগের জন্য গত ২১ অক্টোবর ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। মিজো আগ্রাসন রোধে রাজ্য সরকারের এই ভূমিকায় অনেকেই সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। কাছাড় জেলার ধলাই বিধানসভা এলাকার লায়লাপুরে অসম-মিজোরাম সীমান্তে অনুরূপ একটি আসাম পুলিশের কমান্ডো ব্যাটালিয়নের ক্যাম্প স্থাপন করার যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে রাজ্য সরকার, জানিয়েছে সূত্রটি। সূত্রের কাছে আরেও জানা গেছে, হাইলাকান্দি জেলায় নবগঠিত সেকেন্ড আসাম কমান্ডো ব্যাটালিয়ন (অপারেশন)-এর জন্য নতুন যে সব পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে একজন কমান্ডেন্ট। তাঁর পদোমর্যাদা পুলিশ সুপারের সমতুল্য। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার থাকবেন তিনজন ডেপুটি কমান্ডেন্ট। সাতজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট। তাঁদের পদমর্যাদা হল ডেপুটি পুলিশ সুপারের সমকক্ষ। এই ১১ জন আধিকারিক গ্যাজেটেড পদমর্যাদার। এছাড়া নন-গ্যাজেটেডদের মধ্যে থাকবেন ইন্সপেক্টর ১৬ জন, সাব-ইন্সপেক্টর ৬৪ জন, হাবিলদার ১১২ জন এবং ৪৮০ জন কনেস্টবল। এছাড়া রাঁধুনি, জল বাহক, ধোপা, ক্ষৌর কর্মী সহ অন্যান্য চতুর্থ শ্রেণির কর্মী মিলে থাকবেন ৭২ জন। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলে থাকবেন ২১ জন। আসাম পুলিশ রেডিও অপারেশন (এপিআরও) বিভাগে সৃষ্টি করা হয়েছে আরও ২৪টি পদ। ওই সব পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা গেছে ওই সূত্রের কাছে।প্রসঙ্গত, চলতি বছরের জুলাই মাসের শেষের দিকে অসম-মিজোরাম সীমান্তের কাছাড় জেলার লায়লাপুরে মিজো দুষ্কৃতকারীদের হাতে শহিদ হয়েছিলেন আসাম পুলিশের ছয় জওয়ান। তৎক্ষণাৎ রাজ্যের গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী সহ পদস্থ কর্মকর্তারা ছুটে এসেছিলেন লায়লাপুরে। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ওই সময় ঘোষণা করেছিলেন, অসম-মিজোরাম সীমান্ত সহ রাজ্যের প্রতিটি আন্তঃরাজ্য সীমান্তে কমান্ডো ব্যাটালিয়ন গঠন করা হবে। আর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার তিন মাসের মাথায় গঠিত হয়েছে আসাম কমান্ডে ব্যাটালিয়ন।

২৫ দিনের বন্দিদশা কাটিয়ে মাদককাণ্ডে জামিন পেলেন আরিয়ান খান

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : আবশেষে জামিন পেলেন আরিয়ান খান। বৃহস্পতিবার বম্বে হাই কোর্ট তারকা-সন্তানের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল। দীপাবলির আগে বাড়ি ফিরবেন শাহরুখ খান এবং গৌরী খানের বড় ছেলে। আর্থার রোড জেল থেকে 'মন্নত'-এ ফেরার অনুমতি দিল আদালত। মঙ্গলবার এবং বুধবার আরিয়ানের জামিনের শুনানি অসমাপ্ত ছিল। তৃতীয় দিনে রায় শোনাল হাইকোর্ট।

গত ২ অক্টোবর মুম্বই থেকে গোয়াগামী প্রমোদতরী থেকে আটক করা হয়েছিল আরিয়ানকে। তার পর ৩ তারিখ তাঁকে গ্রেফতার করে নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। মোট দু'বার তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। যুক্তি হিসেবে বলা হয়, জামিনে ছাড়া পেলে, আরিয়ান তাঁর বিরুদ্ধে যাবতীয় তথ্য ও প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করতে পারেন।

মাদক-মামলার তদন্তকারী আধিকারিক সমীর ওয়াংখেড়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মামলার অন্যতম সাক্ষী প্রভাকর সেইল তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ তোলার পর জলঘোলা শুরু। সমীরের বিরুদ্ধে তদন্তও শুরু হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি আর এক সাক্ষী কিরণ গোসাভিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুণে পুলিশের তরফে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

ফের বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম পকেটে টান সাধারণ মানুষের

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার কলকাতায় ডিজেলের দাম সেঞ্চুরি পার করল। ভারত পেট্রোলিয়ামের এদিনের ডিজেলের দাম ১০০ টাকা ১৬ পয়সা। পেট্রোলের দাম ১০৮ টাকা ৮০ পয়সা। রাজ্যের একাধিক জেলায় ইতিমধ্যেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে ডিজেল। নিত্যদিন জ্বালানির ঊর্ধ্বমুখী দামে হিমসিম খাচ্ছেন ক্রেতারা।

কলকাতাতেও লিটারপ্রতি ১০০ টাকা পেরিয়ে গেল ডিজেলের দাম।। দেশের অন্তত ১২টি রাজ্যে ডিজেল অতিক্রম করেছে ১০০ টাকা। পেট্রল ১০০ টাকা পেরিয়েছে দেশের সব রাজ্যের রাজধানীতেই। আন্তর্জাতিক বাজারে এক বছরে দ্বিগুণ হয়েছে ব্যারেল প্রতি জ্বালানির দাম। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার কলকাতায় লিটারপ্রতি পেট্রলের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৮ টাকা ৭৮ পয়সা। যা আগের দিনের থেকে ৩২ পয়সা বেশি। আর ডিজেলের দাম লিটার পিছু ১০০ টাকা ১৪ পয়সা। যা আগের দিনের থেকে বেড়েছে ৩৬ পয়সা। রাজধানী দিল্লিতে এক লিটার পেট্রলের মূল্য ১০৮ টাকা ২৯ পয়সা। পাশাপাশি ডিজেলের মূল্য লিটারপিছু ৯৭.২ টাকা। এই দুটি মুল্যই বেড়েছে ৩৫ পয়সা করে। দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে মহানগরগুলির মধ্যে সবার আগে ১০০ টাকা পেরিয়েছিল পেট্রল ও ডিজেলের মূল্য। বৃহস্পতিবার সেখানে এক লিটার পেট্রল বিকোচ্ছে ১১৪ টাকা ১৪ পয়সায়। মুম্বইয়ে এক লিটার ডিজেলের দাম ১০৫ টাকা ১২ পয়সা। আগের দিনের থেকে বেড়েছে ৩৫ পয়সা। চেন্নাইয়ে লিটারপ্রতি পেট্রল বিকোচ্ছে ১০৫ টাকা ১৩ পয়সা দরে। ডিজেল বিকোচ্ছে ১০১ টাকা ২৫ পয়সা লিটার দরে। এই মুহূর্তে পেট্রল-ডিজেলের দাম দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে। সেখানে লিটারপ্রতি পেট্রল পেরিয়েছে ১২০ টাকার গণ্ডি। ডিজেল পেরিয়েছে ১১১ টাকার গণ্ডি।

ক্রমশ উর্ধমুখী সংক্রমণ, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত ১৬, ১৫৬ জন

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : ক্রমশ উর্ধমুখী হচ্ছে করোনা সংক্রমণ। বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বুলেটিন বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৬, ১৫৬ জন। বুধবারের তুলনায় বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশ। আক্রান্তের পাশাপাশি গত ২৪ ঘণ্টায় বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও।

এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বুলেটিন বলছে, বুধবার, ২৭ অক্টোবর সকাল আটটা থেকে বৃহস্পতিবার, ২৮ অক্টোবর সকাল আটটা পর্যন্ত করোনার বলি ৭৩৩জন। দেশে এখনও অবধি করোনার বলি ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৮৬ জন। সংক্রমণ সামান্য বাড়লেও অবশ্য দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে। পাশাপাশি নিম্নমুখী করোনার অ্যাকটিভ কেসও। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগী ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৮৯ জন। করোনা মোকাবিলায় শক্তি জোগাচ্ছেন করোনাজয়ীরা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৩৪ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১৭ হাজার ৯৫ জন। কোভিড রুখতে ১০০ কোটি ডোজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পরও রেকর্ড গতিতেই চলছে টিকাকরণ। ইতিমধ্যে দেশে ১০৪ কোটি ৫ লক্ষ মানুষ টিকা পেয়েছেন। এর মধ্যে ৪৯ লক্ষ মানুষ টিকা পেয়েছেন গত ২৪ ঘন্টাতেই।

কলকাতায় এল উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়ে মৃত ৫ ট্রেকারের কফিনবন্দি দেহ

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার কলকাতায় এল উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়ে মৃত ৫ ট্রেকারের কফিনবন্দি নিথর দেহ। শোকে স্তব্ধ পাঁচ পাহাড়িয়ার পরিবার।

গত ১০ অক্টোবর উত্তরাখণ্ডের খারকিয়া থেকে বাগেশ্বর ,জাটুলি, দেবীকুণ্ড, নাগকুণ্ড হয়ে কানাকাটা পাসে ট্রেকিংয়ে গিয়েছিলেন সাগর দাসেরা। কিন্তু প্রবল বৃষ্টি ও তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে আটকে যান সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহের কাছে। এতদিন আবহাওয়া খারাপ থাকার বারবার ব্যাহত হচ্ছিল তাদের উদ্ধারকাজ। পরে সেই সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহের কাছেই পাওয়া যায় পাঁচ ট্রেকার নিথর দেহ। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ২০ এবং ৭টা ২০ নাগাদ দিল্লি থেকে দেহ নিয়ে কলকাতা রওনা দেয় বিমান।

কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। সুজিত বসু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এসেছি। আজ ৫ জনের মৃতদেহ এখান থেকে পৌঁছে দেওয়া হবে তাঁদের পরিবারের কাছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা।" রানাঘাটের প্রীতম ডাক্তারি পড়ছিলেন। আর এক বছর পরই ডাক্তারি পাশ করতেন তিনি। কিন্তু মনের টান ছিল পাহাড়ের প্রতি। আর সেই টানেই ট্রেকিংয়ে গিয়েছিলেন তিনি। গত ১০ অক্টোবর পঞ্চমীর দিন বাগনানের পাঁচ বন্ধুর সঙ্গে উত্তরাখণ্ডে যান প্রীতম। ১১ অক্টোবর বাড়িতে ফোন করে জানান, তাঁরা ঠিক আছেন। সেদিন বাগেশ্বরে ছিলেন তাঁরা। সেদিন থেকেই বাগেশ্বরের আবহাওয়া খারাপ হতে থাকে। ফোনের ওপারে ছেলের চিন্তামুক্ত গলা শুনে শান্তি পেয়েছিলেন গোপালপুরের গ্রামীণ চিকিতসক প্রমিলকান্তি রায়। সেদিনই ছেলের সঙ্গে তাঁর শেষ কথা হয়েছিল। তারপর থেকে হাজারও চেষ্টা করে আর ফোনে যোগাযোগ করতে পারেননি তিনি। তারপর বুধবার আসে সেই খবর।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স** : **একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব** : **ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক** : **জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান** : **নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস** : **প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ** : **পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ** : **বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস** : **রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস** : **টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গোয়ার রাস্তায় রাস্তায় জয় শ্রীরাম লেখা হোর্ডিং, মমতাকে স্বাগত

পানাজি, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : তিন দিনের সফরে বৃহস্পতিবার গোয়ায় পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এদিন বিকেলে বাগডোগরা থেকে বিমানে পানাজিতে নামলেন মমতা। তাঁর এই গোয়া সফরের দিকে তাঁকিয়ে রয়েছে সারা দেশ। রাজনৈতিক ভাবেও এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

পানাজি বিমান বন্দর থেকে গোয়ায় দলীয় কার্যালয়ে যাওয়ার রাস্তার পাশে একাধিক জায়গায় পোস্টার পড়েছে। তাতে বড় বড় করে লেখা 'জয় শ্রী রাম'। সূত্রের দাবি, এই পোস্টার বিজেপির তরফেই টাঙানো হয়েছে। গোয়ার একাধিক জায়গায় এই পোস্টার লাগানো হয়েছে। এর থেকেই অনেকেই মনে করছেন মমতার গোয়া সফরকে অনেকেই যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন।

এ দিন পানাজি বিমান বন্দরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছতেই বহু তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের দেখা যায়। বাংলা মুখ্যমন্ত্রী দেখতেই তাঁরা গোয়াতে স্বাগত জানাতে থাকে। কেউ কেউ টুইট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। অনেকেই আবার 'জয় শ্রী রাম' লেখা হোড়িং-র ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানিয়েছেন।

তৃণমূল সূত্রে খবর, তিনদিনের গোয়া সফরে বহু এলাকা পায়ে হেঁটে ঘুরবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গোয়ার বহু রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্বের সঙ্গে দেখা করবেন গোয়া তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজনও করা হয়েছে। দফায় দফায় চা চক্র থেকে মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে তৃণমূল সুপ্রিমো কাদের সঙ্গে দেখা করবেন তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

মমতার অভিযোগ, গত ১০ বছর ধরে গোয়ার মানুষকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। সকলে ঐক্যবদ্ধ হলে নতুন সরকার গঠিত হবে। যা গোয়ায় এক নতুন ভোর নিয়ে আসবে। নতুন সরকার মানুষের সরকার হোক, মানুষের সমস্যা বুঝুক এটাই কাম্য।'

ভারত বরাবরই শান্তিপ্রিয় দেশ ছিল এবং এখনও আছে : রাজনাথ সিং

চন্ডীগড়, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারত সর্বদাই শান্তিপ্রিয় দেশ ছিল এবং এখনও তাই আছে। জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। একইসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে, ভারত যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেও প্রস্তুত। বৃহস্পতিবার চন্ডীগড়ে "টার্মিনাল ব্যালিস্টিক রিসার্চ ল্যাবরেটরি" (টিবিআরএল)-এর কর্মীদের সম্বোধিত করার সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, ভারত সর্বদাই শান্তিপ্রিয় দেশ ছিল এবং এখনও তাই আছে। কোনও বিবাদ শুরু করা আমাদের মূল্যবোধের পরিপন্থী। কিন্তু, প্রয়োজন হলে, ভারত যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেও প্রস্তুত।

"টার্মিনাল ব্যালিস্টিক রিসার্চ ল্যাবরেটরি" (টিবিআরএল)-এর কর্মীদের সম্বোধিত করার সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও জানিয়েছেন, একটি সময় দু"টি রুম দিয়ে শুরু হয়েছিল, এই পরীক্ষাগারটি (টিবিআরএল) বর্তমানে একটি পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে, যা দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি এবং সক্ষমতা প্রদান করে।

উপকূলীয় নিরাপত্তাকে দুর্ভেদ্য করে তুলছে মোদী সরকার : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সমস্ত রাজ্য ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সমন্বয় করে ভারতের উপকূলীয় সুরক্ষাকে দুর্ভেদ্য করার চেষ্টা করছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরামর্শক কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই বৈঠকে দেশের উপকূলীয় নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়।

এই বৈঠকে কী কী আলোচনা হয়েছে তাই টুইটারের মাধ্যমে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হিন্দিতে টুইট করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'উপকূলীয় নিরাপত্তা নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আরও জোরদার করার জন্য সকল সদস্য তাঁদের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সমস্ত রাজ্য ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সমন্বয় করে ভারতের উপকূলীয় সুরক্ষাকে দুর্ভেদ্য করার চেষ্টা করছে নরেন্দ্র মোদী সরকার।'

বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতন নিয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

ঢাকা, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : বাংলাদেশের কুমিল্লাসহ দেশের ছ"টি জেলায় সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা তদন্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা জজদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। আগামী ৬০ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে। কুমিল্লা ছাড়া অন্য পাঁচ জেলার মধ্যে রয়েছে- চাঁদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রংপুর ও ফেনী।

পাশপাশি এই বিষয়ে রিটের শুনানি নিয়ে রুল জারি করেছে আদালত। রুলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা দিতে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি মহম্মদ মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মহম্মদ কামরুল হোসেন মোল্লার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। এদিন আদালতে সরকারের হয়ে শুনানিতে ছিলেন প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল এএম আমিন উদ্দিন। রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

ভারতে ১০৪.০৪-কোটির উর্ধ্বে টিকাকরণ, কোভিড-পরীক্ষাও নতুন মাইলফলকে

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে ১০৪.০৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৪৯ লক্ষ ০৯ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,০৪,০৪,৯৯,৮৭৩ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৪৯ লক্ষ ০৯ হাজার ২৫৪ জনকে।

ভারতে ৬০.৪৪-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১২,৯০,৯০০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬০,৪৪,৯৮,৪০৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১২,৯০,৯০০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ হাজার ৯৫ জন।

ভারতে এই মুহূর্তে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ১.১৯ শতাংশ এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ১.২৫ শতাংশ। আরোগ্যের হার ৯৮.২০ শতাংশ, ২০২০ সালের মার্চ থেকে সর্বোচ্চ। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,৬০,৯৮৯, ২৪৩ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ক্যারেটলেন সংস্থার একটি শোরুমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। সংস্থার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন মূলত হিরার গহনা নিয়েই তাঁদের ব্যবসা। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বড় বড় শহরে এই সংস্থার শোরুম রয়েছে। এখানে হিরের গহনা ক্রয়ে উৎসব মরশুম উপলক্ষে নানা ধরনের অফারের সুযোগও দেয়া হয়েছে। তথ্য ও ছবি নিজস্ব।

রাশিয়ায় ফের করোনার বাড়বাড়ন্ত

মস্কো, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসের ফের বাড়বাড়ন্ত শুরু রাশিয়ায়। মারণ এই ভাইরাসের প্রকোপে মৃত্যু-মিছিল বাড়ছে রাশিয়ায়। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,১৫৯ জন রোগীর। এই সংখ্যা যুক্ত হওয়ার পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ২৩৫,০৫৭ জন। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০,০৯৬ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,৩৯২,৬৯৭ জন।

পানিসাগরে

● প্রথম পাতার পর

বিনষ্ট হয়, এমন কোন বার্তায় ভরসা করবেন না। বরং এধরনের বার্তা পুলিশের নজরে আনুন। ত্রিপুরা পুলিশ আরো জানিয়েছে, গুজব ছড়ানোর ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ভূয়ো খবর সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানোর পেছনে ষড়যন্ত্রকারীদের খোজ শুরু হয়েছে।

এদিকে, সম্প্রতি সোস্যাল মিডিয়ায় একটি গুজব ছড়িয়ে ত্রিপুরায় বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আজ এক ভিডিও বার্তায় শ্রীচৌধুরী বলেন, সম্প্রতি পানিসাগরের ঘটনাটি সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন। কোন মসজিদেই আগুন লাগানো হয়নি এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী মহল ত্রিপুরায় ঘোলা জলে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে।

তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, ত্রিপুরায় জাতি, জনজাতি ও সংখ্যালঘু সহ প্রত্যেক অংশের মানুষের মধ্যে চিরাচরিত সৌভ্রাত্বের বন্ধনকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চলছে। বিষয়টি ত্রিপুরা সরকারের গোচরে এসেছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার এবং পুলিশ প্রশাসন এই ঘটনার সম্পূর্ন তদন্ত করছে। তদন্ত মূলে বেরিয়ে এসেছে আদৌ সেখানে কোন মসজিদে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হয়নি।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাসে বিশ্বাসী। আর সেটা কোন ভাবেই কোন একটা জাতিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। একে পাথেয় করেই বর্তমান সরকার রাজ্য পরিচালনা করছে। তিনি বলেন, একটি গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরী করে বেড়াচ্ছে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, জাতি-জনজাতি ও সংখ্যালঘু অংশের মানুষ সহ প্রত্যেককে মিলেমিশে এই রাজ্যে থাকতে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও সেই দিশাতেই কাজ করছেন।

তিনি কোন প্রকার গুজবে কান না দিতে আহ্বান জানান। সাথে তিনি অনুরোধ জানান, কোথাও কোন সন্দেহ দেখা দিলে প্রয়োজনে পুলিশ, জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলুন এবং প্রশাসনের সাহায্য নিন। কারণ, শান্তি সম্প্রীতিতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি আশাপ্রকাশ করেন, তদন্তের মাধ্যমে সত্যতা বেড়িয়ে আসবে। রাজ্য সরকার থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে রাজ্যবাসী যাতে বিভ্রান্ত না হয়। অযথা বিভ্রান্ত হয়ে জাতি-জনজাতি সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে কোন রকম উস্কানি না দিতে তিনি আহ্বান জানান। আমরা সবাই মিলে শান্তিসম্প্রতি বজায় রেখে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

গণঅবস্থান

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।ধর্মীয় সুড়সুড়ি এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার দাবিতে বৃহস্পতিবার কংগ্রেস ভবনের সামনে আট ঘণ্টার গণ ধর্না সংগঠিত করা হয়।

গণ ধর্না মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিৎ সিনহা বলেন বাংলাদেশের ঘটনার রেশ টেনে আমাদের রাজ্যে যেভাবে মিছিল করে নানা হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংগঠিত করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। বিরজিত বাবু বলেন শুধু মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মন্দির কিংবা বাড়িঘরে হামলা হুজ্জোতি সংঘটিত হচ্ছে না, হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দোকানপাট ও বাড়িঘরে হামলা সংগঠিত হচ্ছে। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন কৈলাশহর এর একটি বাড়িতে হামলার ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পরেছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বলেন ভারত বর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতের পবিত্র সংবিধানে সকল ধর্মের সমান অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় ইস্যুকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংঘটিত হলে সংবিধানের অবমাননা হবে। স্বাভাবিক কারণেই যাতে তারা যেকোনো ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের প্রতি কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের শান্তিকামী উভয় অংশের জনগণকে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

পেয়ে ঐ যুবকের পরিচয় সহ বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাইলে বাইক চালক জানায়,বাইকটি তার মামা তাকে দিয়েছে এবং তার মামা কোন সংবাদমাধ্যমের সাথে জড়িত নন। তাহলে কেন বাইকে প্রেস স্টিকার লাগানো আছে সে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে যুবকটি ভ্যাবাচ্যাকা করতে থাকেন। সাংবাদিকরা সাংবাদিকরা রাধাকিশোরপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঐ ওই যুবককে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের প্রশ্নের মুখে ঐ যুবক জানায়, সে সুইগির ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করে। সাংবাদিক হিসেব ভুয়া পরিচয় দেওয়ার পেছনে তার কি উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে তা পুলিশ তদন্ত করে বের করার জন্য সংবাদ মাধ্যম ক্রমশ চাপ দিতে থাকে। আজ অভিযুক্ত সুইগির ক্যারিং বয় ধ্বজনগর এলাকার হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা থানা থেকে সুমনকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় শর্ত মোতাবেক। উদয়পুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষকদের

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এই রাজ্যে কৃষক কল্যাণে দারুন কাজকর্ম চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে কৃষক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। কৃষি দপ্তরের কাজ করবে যেসব সমস্যা ও ঘাটতি রয়েছে সেগুলো সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রাজ্য গুলি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক উন্নয়ন রাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজ্য সফর বলে জানা গেছে।

হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

পরিচালনা করেছেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল দাতামোহন জমাতিয়া।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালের ২৩ মার্চ ত্রিপুরা হাইকোর্ট পথচলা শুরু করেছে। বর্তমানে ত্রিপুরা হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা ৫ জন। এই প্রথম ত্রিপুরা হাইকোর্টে ৫ জনের বেঞ্চ হয়েছে। বিচারপতি দীপক গুপ্তা ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শুরুতে ত্রিপুরা হাইকোর্টে তিনজন বিচারপতি ছিলেন।

নভেম্বর

● প্রথম পাতার পর

ইতিপূর্বেও, ত্রিপুরায় কোভিডের টিকাকরণে একাধিক বিশেষ অভিযান নেওয়া হয়েছিল। সেই অভিযানে মানুষের স্বতস্ফুর্ত সাড়া মিলেছিল। তাই, টিকাকরণে সারা দেশে ত্রিপুরা যথেষ্ট ভাল অবস্থানে রয়েছে।

এটিকে মোহনবাগানের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন জানালেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : ''আমি পদত্যাগ করেছি।' মোহনবাগানের ডিরেক্টর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে এ কথা জানিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত এড়াতেই ফুটবল দল এটিকে মোহনবাগানের ডিরেক্টর পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

আরপিএসজি গ্রুপ বর্তমানে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (বিসিসিআই) লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি জিতেছে। এদিকে আরপিএসজি গ্রুপের ফুটবল দলের নাম এটিকে মোহনবাগান। এই দলের ডিরেক্টর ছিলেন বিসিসিআই-এর সভাপতি। ফলে আরপিএসজি গ্রুপ আইপিএল-এর দল কিনতেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্ন উঠতে থাকে। সৌরভ পদত্যাগ করেছেন কিনা সেই বিষয়ে এক ইংরেজি দৈনিক তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলেন, "ইয়েস আই হ্যাভ (হ্যাঁ আমি করেছি)।" এর থেকে বেশি আর কিছু বলেননি তিনি। এটিকে মোহনবাগানের মালিক আরপিএসজি গোষ্ঠীর তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। সঙ্ঘাত ফুটবল এবং ক্রিকেটে। আরপিএসজি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা সম্প্রতি আইপিএলে লখনউয়ের দল কিনেছেন। অন্য দিকে সৌরভ এখন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি। তাই সৌরভের পক্ষে সঞ্জীবেরই কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা মানে স্বার্থের সঙ্ঘাত তৈরি হওয়া। অর্থাৎ, যিনি বিসিসিআই সভাপতি, তাঁর অধীনেই আইপিএলে খেলবে সঞ্জীবের ফ্র্যাঞ্চাইজি। আবার সঞ্জীবেরই মালিকানাধীন দলের বোর্ডে থাকবেন সৌরভ, তা হয় না। তেমন হলে তা স্বার্থের সঙ্ঘাতের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিসাবে প্রতিফলিত হবে। তাই গোটা বিষয়ে 'স্বচ্ছতা' বজায় রাখতে সৌরভ এই পদক্ষেপ করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

আইএসএল-এর শুরু থেকে কলকাতা দলের মুখ ছিলেন সৌরভ। খেলার সময় মাঠে উপস্থিত থাকা থেকে শুরু করে দলের হয়ে বিজ্ঞাপনী প্রচারেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। তিনি দলের পদ ছেড়ে দেওয়ায় এটিকে মোহনবাগানের সমর্থকদের উপর তার কোনও প্রভাব পড়বে কি না সেটাই দেখার। এটাও দেখার যে, সৌরভের অনুপস্থিতিতে ক্লাবের 'ব্র্যান্ড ইকুইটি' কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কি না।কলকাতা-ভিত্তিক কর্পোরেট আরপি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গ্রুপের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা একটি সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, 'আমি মনে করি তিনি মোহনবাগান থেকে পুরোপুরি সরে যাচ্ছেন। তবে এটা সৌরভের জন্য ঘোষণা করা ঠিক হবে। আমি দুঃখিত। আগেই বলে দেওয়ার জন্য।'

টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে আমন্ত্রণ পেলেন মমতা

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে আমন্ত্রণ পেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। আইসিসি এবং শারজা কর্তৃপক্ষে তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও মমতাকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যদিও মমতা যাবেন কি না তা এখনও জানা যায়নি। আগামী ১৪ নভেম্বর দুবাইয়ে বিশ্বকাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

২০১৭ সালে কলকাতায় অনূর্ধ-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন মমতা। যুবভারতীতে উপস্থিতও হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বিদেশে আয়োজিত কোনও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই প্রথম আমন্ত্রণ পেলেন তিনি। এখন মমতা উত্তরবঙ্গে রয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির থেকে গোয়া যাবেন মমতা। আরব সাগরের তীরে বেশ কয়েকদিন থাকবেন মমতা। একাধিক কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। সূত্রের খবর, তার পরেই দুবাই যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। এর আগে অক্টোবরে ইতালি সফরের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন মমতা। ইতালির একটি সংগঠন মমতাকে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে যোগদানের ব্যাপারে সম্মতিও জানিয়েছিলেন। কায়রোর গ্রেট ইমাম থেকে খ্রিস্টান অর্থোডক্স চার্চের প্রধান ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। যদিও মমতার ইতালি সফরের অনুমতি দেয়নি কেন্দ্র। বিদেশমন্ত্রকের এক যুগ্মসচিব চিঠি দিয়ে সফর বাতিল করার বিষয়টি জানান।

যমজ সন্তানের বাবা হতে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

লিসবন, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : ফের বাবা হচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বৃহস্পতিবারই টুইট করে পর্তুগিজ ফুটবলার ঘোষণা করেছেন, তাঁর বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেস অন্তঃসত্ত্বা। এবারও একেবারে দুই সন্তানের বাবা হতে চলেছেন রোনাল্ডো। কারণ, যমজ সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন জর্জিনা। এই নিয়ে ষষ্ঠ সন্তান হতে চলেছে রোনাল্ডোর। বৃহস্পতিবার টুইটারে পোস্ট করে রোনাল্ডো লেখেন, "যমজ সন্তান আসার খবর জানাতে পেরে আমরা প্রচণ্ড খুশি। তর সইছে না''।

রোনাল্ডোর প্রথম সন্তান রোনাল্ডোর জুনিয়র সবার থেকে বড়, যার মাতৃপরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আনেননি রোনাল্ডো। এরপর সারোগেসির মাধ্যমে এভা এবং মাতেও নামে দুই যমজ সন্তানের বাবা হন রোনাল্ডো। ২০১৭-র নভেম্বর মাসে রোনাল্ডো এবং জর্জিনার প্রথম সন্তান আলানা জন্ম নেয়। এ বার ফের পিতৃত্বের স্বাদ অনুভব করতে চলেছেন পর্তুগিজ ফুটবলার। এই খবর প্রকাশ্যে আসামাত্রই শুভেচ্ছার ঢল বইছে এই পর্তুগিজ ফুটবলারকে ঘিরে। তাঁর সমর্থক থেকে শুরু করে সতীর্থরা শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেছেন।

ম্যানেজারের পদ থেকে কোম্যানকে ছেঁটে ফেলল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : দলের লাগাতার খারাপ পারফরম্যান্সের জেরে ম্যানেজার রোনাল্ড কোম্যানকে ছেঁটে ফেলল বার্সেলোনা। নতুন কোচ হওয়ার দৌড়ে সবার থেকে এগিয়ে বার্সার ঘরের ছেলে জাভি হার্নান্ডেজ। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই জাভির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে বার্সা। মেসি পরবর্তী যুগে অভাবনীয় শূন্যতা তৈরি হয়েছে বার্সেলোনায়। এমনিতেই আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ক্লাব। একাধিক ফুটবলারকে খেলতে হচ্ছে অর্ধেক বেতন নিয়ে। আবার কেউ কেউ খেলছেন একেবারে নামমাত্র বেতনে। এ হেন আর্থিক পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই দলের অন্দরে টালমাটাল পরিস্থিতি চলছিল। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিল খারাপ পারফরম্যান্স। বুধবার রাতে লা লিগার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুর্বল রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধেও ১-০ গোলে হারতে হয় মেসির প্রাক্তন ক্লাবকে। সেই হারেই কোম্যানের চাকরি যাওয়ার জল্পনায় সিলমোহর পড়ে গেল। বার্সার তরফে ক্লাব প্রেসিডেন্ট লাপোর্তা হল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার কোম্যানকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে ম্যানেজারের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে।

কোম্যানের পরবর্তী কোচ হওয়ার দৌড়ে সবার থেকে এগিয়ে আছেন বার্সার কিংবদন্তি তারকা জাভি হার্নান্ডেজ। ইতিমধ্যেই নাকি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ক্লাব। তবে বেলজিয়াম জাতীয় দলের কোচ রবার্তো মার্টিনেজের নামও শোনা যাচ্ছে।

হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : ওয়েস্ট হ্যামের ঘরের মাঠ লন্ডন স্টেডিয়ামে গোলশূন্য ম্যাচের পর পেনাল্টিতে পরাজিত হয় গুয়ার্দিওলার দল। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে লিগ কাপে পাঁচ বছর একদিন আগে পরাজিত হওয়ার পর নাগাড়ে চারপর খেতাব জিতেছে সিটি। তবে পাঁচে পাঁচ আর হল না। সপ্তাহান্তে প্রিমিয়র লিগে দুরন্ত খেলা ফিল ফডেন এদিন ম্যাচের একমাত্র ফুটবলার হিসাবে নিজের পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন। হ্যামার্সরা ৫-৩ ব্যবধানে পেনাল্টি শুট আউট জেতে।

তবে সিটি পরাজিত হলেও এদিন রাতে বাকি চার ম্যাচে ফেভারিটরাই জিতে লিগ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করেছে। লিভারপুল নিজেদের ম্যাচে ডিভক অরিগি এবং টাকুমি মিনামিনোর গোলে ২-০ ব্যবধানে প্রেস্টনের বিরুদ্ধে জেতে। লুকাস মৌরার গোলে টটেনহ্যাম বার্নলেকে ১-০ গোলে হারায়। ব্রেন্টফোর্ড ২-১ ব্যবধানে পরাজিত করে স্টোক সিটিকে।

লেস্টার সিটি এবং ব্রাইটন এন্ড হোভ অ্যালবিয়নের ম্যাচ ২-২ ড্র হয়। ব্রাইটনের হয়ে ওয়েবস্টার ও মপু গোল করেন। লেস্টার পক্ষে জালে বল জড়ান হার্ভে বার্নস এবং লুকম্যান। পেনাল্টিতে লেস্টার ৪-২ ব্যবধানে জিতে পরের রাউন্ড কোয়ালিফাই করে। লিগ কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচগুলির টাই নির্ধারিত হবে।

বার্সেলোনার অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্বে সের্জি বারজুয়ান

বার্সেলোনা, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : লা লিগায় রায়ো ভালক্যানোর বিরুদ্ধে হারের পরই কোচের পদ থেকে রোনাল্ড কোমানকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় বার্সেলোনা। এরপর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসাবে সের্জি বারজুয়ানকে নিয়োগ করেছেন জোয়ান লাপোর্তারা।

বার্সেলোনার ধারাবাহিক খারাপ প্রদর্শনের খেসারত দিতে হয়েছে রোনাল্ড কোমানকে। ডাচ কোচের অধীনে শেষ দশ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪ টিতে জয় পেয়েছে বার্সেলোনা। লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় নবম স্থানে রয়েছে এই ক্লাব। কোমানকে সরানোর পর, বার্সেলোনা বি দলের দায়িত্বে থাকা সের্জি বারজুয়ানকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। কাতালান ক্লাবটির জন্যে পূর্ণসময়ের কোচের সন্ধানে ব্যস্ত জোয়ান লাপোর্তারা।

বার্সেলোনা বি''দলের বর্তমান কোচ সের্জি বারজুয়ানের হাতে সাময়িক ভাবে সিনিয়র দলের টেকনিক্যাল ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হচ্ছে। অপসারিত রোনাল্ড কোমানের জায়গায় ক্লাব পূর্ণসময়ের কোচ খুঁজে পেলেই এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন বারজুয়ান। বার্সা প্রেসিডেন্ট জোয়ান লাপোর্তা আজকের অনুশীলনে সিনিয়র দলের ফুটবলারদের সঙ্গে নতুন কোচের পরিচয় করিয়ে দেবেন। আলাভেসের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বৃহস্পতিবার সের্জি বারজুয়ান গণমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব প্রেসিডেন্ট লাপোর্তাও উপস্থিত থাকবেন।

আজ দুবাইতে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা

দুবাই, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপে সুপার-১২-এর ম্যাচে আজ মুখোমুখি হতে চলেছে অ্যারন ফিঞ্চের অস্ট্রেলিয়া ও দাসুন শানাকার শ্রীলঙ্কা। সুপার-১২-এ নিজেদের প্রথম ম্যাচে প্রোটিয়াদের ৫ উইকেটে হারিয়েছিল ফিঞ্চের অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে বাংলাদেশকে হারিয়ে এ বারের টুর্নামেন্ট শুরু করেছে লঙ্কানরা। দুই দলই নিজেদের প্রথম ম্যাচে জিতে ভরপুর আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু কোনও দলই নিজেদের প্রথম ম্যাচ জয়টা হিসেবের মধ্যে রাখতে চাইছে না। আবার নতুন করে শুরু করতে হবে, প্রতি ম্যাচের আগে সেটাই মাথেয় ঘুরছে গ্রুপ অব ডেথের দল গুলির।

অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচটি দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে হবে। দেখা যায় আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে এই নিয়ে ১৬ বার মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। তাতে দুই দলই জিতেছে ৮ বার করে। টি-২০ বিশ্বকাপে এই নিয়ে ৩ বার মুখোমুখি হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা। যার মধ্যে ২ বার জিতেছে অস্ট্রেলিয়া এবং এক বার জিতেছে শ্রীলঙ্কা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শোভা করান্দলজে রাজ্য সফরকালে পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন। ছবি নিজস্ব।

স্নাতক স্তরের অভিন্ন মেডিক্যাল প্রবেশিকার ফলপ্রকাশের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : স্নাতক স্তরের অভিন্ন মেডিক্যাল প্রবেশিকার ফলপ্রকাশে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বম্বে হাইকোর্টের ফলপ্রকাশ স্থগিতের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের।এদিন সুপ্রিম কোর্ট এভাবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিকে নিট স্নাতক ২০২১ স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশের অনুমতি দেয়। স্নাতকস্তরের দুই মেডিক্যাল প্রার্থীর পরীক্ষা আবার গ্রহণের জন্য এনটিএ-কে ফলপ্রকাশ স্থগিত রাখতে বলেছিল বম্বে হাইকোর্ট বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও, বিচারপতি সঞ্জীব খন্না, বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ বম্বে হাইকোর্টের ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক স্থগিতাদেশ স্থগিত রাখে। এই মামলায় এনটিএ-র পক্ষে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তাঁর বক্তব্য বিবেচনা করে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ। এরই পরই সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ জানায়, বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি ফল ঘোষণা করতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ বলেছে, ওই দুই পরীক্ষার্থীর ব্যাপারে কী করা হবে, সে বিষয়ে দীপাবলির ছুটির পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর জন্য ১৬ লক্ষ পড়ুয়ার ফলাফল আটকে রাখা যায় না।

উল্লেখ্য, স্নাতক স্তরের মেডিক্যাল কোর্সের জন্য ভর্তিতে নিট পরিচালনার জন্য ২০১৮-কে গঠিত হয়েছিল এনটিএ। বম্বে হাইকোর্ট গত ২০ অক্টোবর ওই দুই পড়ুয়ার পরীক্ষা নতুন করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তাদের ফলাফল গত ১২ সেপ্টেম্বর গৃহীত পরীক্ষার মূল ফলাফলের সঙ্গে প্রকাশের নির্দেশ এনটিএ-কে দেওয়া হয়েছিল।হাইকোর্ট উল্লেখ করেছিল যে, ওই দুই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না। পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরুর আগেই এই গোলমাল হয়েছিল। সেজন্য ওই দুই পরীক্ষার্থীর নতুন করে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দানের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

উপত্যকায় খাদে বাস পড়ে নিহত অন্তত ১১, শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

শ্রীনগর, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল জম্মু ও কাশ্মীরে। একটি যাত্রীবাহী মিনিবাস খাদে পড়ে যাওয়ায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১২ থেকে ১৫ জন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত উদ্ধারকারী বাহিনী। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে উদ্ধারকাজ। ঘটনাটি ঘটেছে উপত্যকার ডোডা জেলার থাতরি এলাকায়।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট জানিয়েছেন, ''মিনিবাসটি থাতরি থেকে ডোডার দিকে যাচ্ছিল। তখনই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধারকার্য শুরু হয়েছে।'' জানা যাচ্ছে, উদ্ধারকারী দল আসার আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকার্য শুরু করে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে উদ্ধারকারী দল এসে বাসের ভিতর থেকে যাত্রীদের বের করে নিয়ে আসে। দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বাঁক ঘুরতে গিয়েই সমস্যায় পড়ে বাসটি। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক. আর তারপরই বাসটি গড়িয়ে পড়ে যায় খাদে।

দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইটারে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে, ''জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় হওয়া সড়ক দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ।

তোলাবাজি মামলায় প্রাক্তন মুম্বই পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : তোলাবাজির মামলায় প্রাক্তন মুম্বই পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হল। আগে তাঁকে হাজিরার নোটিস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, সেই নোটিসের দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও হাজিরা দেননি তিনি। এ রকম পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হল। তাও আবার জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে।

কয়েকদিন আগেই তোলাবাজির মামলায় প্রাক্তন মুম্বই পুলিশ কমিশনারকে হাজিরার নোটিস দেয় মুম্বই ক্রাইম বাঞ্চ। তাঁর বাড়ির বাইরে ক্রাইম বাঞ্চের আধিকারিকরা নোটিস সাটিয়ে দেয়। ওই নোটিসে মেট্রোপলিটন সিটি পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার পরমবীর সিংকে ১২ অক্টোবররের মধ্যে হাজিরার কথা বলা হয়েছিল। প্রাক্তন কমিশনার পরমবীর সিংহের বিরুদ্ধে চার চারটি তোলাবাজির মামলা রয়েছে।

এর আগে তোলাবাজির মামলায় গত ১৩ আগস্ট প্রাক্তন মুম্বই পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি হয়। মুম্বই শহরতলীর গোরেগাঁও থানাতে এক ব্যবসায়ী পরম বীর সিংয়ের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ দায়ের করেন। সেই এফআইআর-য়ে পরমবীর সিং, শচীন ওয়াজে, সুমিত সিং ওরফে চিন্টু, অল্পেশ পাটেল, বিজয় সিং ওরফে বাবলু এবং রিয়াজ ভাটি নাম ছিল। ব্যবসার অভিযোগ, প্রত্যেকেই বহো রেস্ট এবং বিসিবি বার রেজিস্ট্রেশনের নাম করে প্রায় ১২ লাখ টাকা নিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীর এই অভিযোগের পরপরই সুমিত সিং ওরফে চিন্টুকে গ্রেফতার করা হয়। শচীন ওয়াজের হয়ে চিন্টু হোটেল ব্যবসায়ী থেকে টাকা নিয়েছিল।

বিশ্ব সংস্থার তদন্তে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে পারে বাত্রা-সৌম্যদীপরা

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স) : জাতীয় টেবল টেনিস তারকা মনিকা বাত্রার আনা ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ নিয়ে এবার বিশ্ব টেবল টেনিস ফেডারেশনকড়া মনোভাব দেখাতে চলেছে বলে এমনই ইংগিত মিলেছে। ইতিমধ্যে মনিকা বাত্রা ও জাতীয় কোচ সৌম্যদীপ রায় ইস্যু ঘিরে বিতর্ক পৌঁছে গেছে আদালতেও। মনিকা দেশের টিটি ফেডারেশনের বিপক্ষে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

টিটি ফেডারেশন মনিকা-সৌম্যর বিতর্কের সত্যতা খুঁজতে এটি কমিটি বানানো হয়েছিল। তারা এখনও কোনও রিপোর্ট ফেডারেশনের কাছে জমা পড়েনি। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে- যা যা তথ্য মিলছে তাতে সৌম্যদীপ রায়, সন্ময় পারাঞ্জপে,মনিকা বাত্রা, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় — সকলে বেকায়দায় পযতে পারেন।

তিনি দাবী করেছেন, জাতীয় দলের কোচ সৌম্যদীপ নাকি তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন অলিম্পিক্স কোয়ালিফাইং ম্যাচে সুতীর্থাকে জিতিয়ে বাংলার খেলোয়াড়ের ছাড়পত্র নিশ্চিত করে দিতে। কিন্তু মনিকার ব্যক্তিগত কোচের টেক্সট বার্তা কিন্তু সেই অভিযোগকে সঠিক বলে প্রমাণ করেনি।

দেশের টিটি ফেডারেশন যা যা বিশ্ব সংস্থার কাছে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে, তাতে দোহাতে সন্দেহজনক কিছুর সন্ধান মিলেছে। তাতে এই ৪ জনই নাকি কড়া শাস্তি মুখে পড়তে পারে। বৃহস্পতিবার ফেডারেশন সচিব উত্তরপ্রদেশের প্রতিনিধি অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে হলেও এই বিষয়ে কিছুই জানাতে চাননি।

আসিয়ানের একতা ও কেন্দ্রীয়তা ভারতের জন্য সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): আসিয়ানে একতাই ভারতের অগ্রাধিকার। বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ১৮-তম আসিয়ান-ভারত শিখর সম্মেলনে অংশ নিয়ে এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আসিয়ানের একতা, কেন্দ্রীয়তা ভারতের জন্য সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ। বহু বছর ধরে আসিয়ান-ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ভারত ও আসিয়ানের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে প্রাণবন্ত সম্পর্ক রয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষী রয়েছে। আমাদের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, ভাষা,গ্রন্থ, স্থাপত্য, সংস্কৃতিতে সেই ঝলক দেখা যায়। আর সেই কারণেই আসিয়ান-এর ঐক্য এবং কেন্দ্রীয়তা সর্বদা ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।'

করোনা-পরিস্থিতির কথা স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কোভিডের জন্য আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। গোটা বিশ্ব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে।' মোদীর সংযোজন, '২০২২ সালে আমাদের অংশীদারিত্বের ৩০ বছর পূর্ণ হবে। ভারতও স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ করবে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ''আসিয়ান-ভারত বন্ধুত্ব বছর'' হিসেবে উদযাপন করব।'

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে শৌচাগারের পাইপ লাইন কেটে দুর্গন্ধে গোটা এলাকা ছেয়ে গেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে শৌচাগারের পাইপ লাইন কেটে দুর্গন্ধে গোটা এলাকা ছেয়ে গেছে। সংস্কারের কোন পদ্ধতি করছেন না দায়িত্বপ্রাপ্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নিজেদের দায়িত্ব পৌর পরিষদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালের শৌচালয়ের পাইপলাইন ফেঁটে দুর্গন্ধময় গোটা হাসপাতাল চত্বর। কুম্ভ নিদ্রায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে গোটা হাসপাতাল চত্বরে। জানা যায়, গত কয়েক বছর আগে বিগত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের হাত ধরে ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল এই তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে তেলিয়ামুড়ায় গড়ে উঠেছিল মহকুমা হাসপাতাল। বর্তমানে একমাত্র সংস্কারের অভাবে হাসপাতালটির দৈন্যদশা। একে অপরের উপর দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে মাসে মোটা অঙ্কের মাইনে পকেটে পুরছে। অথচ দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের পেছনের দিকে শৌচালয়ের পাইপলাইন ফেঁটে গিয়ে দুর্গন্ধময় গোটা হাসপাতাল চত্বর।এ প্রসঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক অজিত দেববর্মার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। একবার মুখ খুলেই দায়ভার চাপিয়ে দেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের উপর। এখন দেখার বিষয়, হাসপাতালে হাল ফেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিনা উর্দতন কর্তৃপক্ষ। অবিলম্বে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এই দুর্দশা লাগবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রোগী সাধারণ সহ স্থানীয় জনগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

শ্যামা মায়ের পূজাকে ঘিরে কমলপুর মূর্তি পাড়ার মৃৎশিল্পীরা ব্যস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। শ্যামা মায়ের পূজা হাতে আর মাত্র ছয় দিন বাকি। শ্যামা মায়ের পূজাকে ঘিরে কমলপুর মূর্তি পাড়ার মৃৎশিল্পীরা প্রচন্ড ভাবে ব্যস্ত। শেষ তুলির টানে চিন্ময়ী মৃন্ময়ী করে তোলার জন্য চলেছে আপ্রাণ প্রচেষ্টা। আগামী চৌঠা নভেম্বর শ্যামা মায়ের আরাধনা।হাতে সময় কম। জোড় কদমে চলছে মৃৎশিল্পীদের শ্যামা মায়ের প্রতিমা তৈরীর কাজ। ক্লাব গুলি ছাড়াও হঠাৎ পূজা করা আয়োজকদের কাছ থেকে কালী প্রতিমা তৈরীর জন্য প্রতিদিন অর্ডার আসছে মৃৎশিল্পীদের কাছে। কমলপুর মূর্তি পাড়ার মৃৎশিল্পী রাজীব ভট্টাচার্য্য। এবার বিভিন্ন রকমের কালী প্রতিমা তৈরীর অর্ডার পেয়েছেন ৩৫ টি। এরমধ্যে একটি রয়েছে সিমেন্টের কালী প্রতিমা। তিনি প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পী। এবার ৩৫টি কালী প্রতিমা তৈরীর অর্ডার পাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা যেমন সাহায্য করছেন তেমনি ৬/৭জন লোক রেখেছেন সকাল সন্ধ্যা কাজ করার জন্য। মৃৎশিল্পী রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, এবার দূর্গা পূজায় ১১টি দূর্গা প্রতিমার অর্ডার পেয়েছিলেন। উনার মতে প্রতিমা বানিয়ে বিক্রি করে এবছর খুব বেশি লাভ হয়নি। শুধু লাভ হয় বলেই এই কাজ করেন না। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য তিনি এই পেশার সঙ্গে এখনো জড়িত রয়েছেন। না হলে এই কাজ করতেন না। তবে এবার প্রতিমার মূল্য একটু কম পেয়েছেন বলে এই প্রতিবেদককে জানান। প্রতিমা ভাল ও সুন্দর ভাবে তৈরী করতে পারলে মানুষ আসবে প্রত্যাশা শিল্পীর। শিল্পী সেই ভাবেই চেষ্টা করেন। করোনা আবহের আগে এক একটি প্রতিমার অর্ডারে যে মূল্য পাওয়া যেতো এখন তা পাওয়া যায় না।

তিন বছর আগে জিনিসপত্রের যে দাম ছিল বর্তমানে সেই জিনিসের দাম বেড়েছে। এরপরও কমলপুরের কুমোর পাড়ার মৃৎশিল্পীরা কোন রকমে বেঁচে বর্তে আছেন। তাদের প্রত্যাশা আসছে বছর তারা লাভের মুখ দেখতে পাবেন।

সঙ্ঘের সর্বভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের বৈঠক, প্রয়াত বিশিষ্টদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): কর্ণাটকের ধারওয়াড়ে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সর্বভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের বৈঠক। বৈঠকের প্রথম দিন, বৃহস্পতিবার আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত ও সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবালে ভারত মাতার ছবিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। তিন-দিন ব্যাপী এই বৈঠকের সূচনায় এদিন প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় সংস্কার ভারতীর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আমির চন্দ, কন্নড় লেখক জি ভেঙ্কটা সুবহিয়া, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংবাদিক এইচ.এস. দুরেস্বামী, বিখ্যাত কবি ডঃ এইচ সিদ্দালঙ্গাইয়া, রাজনীতিবিদ অস্কার ফার্নান্ডেজ, স্বামী অধ্যাত্মানন্দ, স্বামী ওমকারানন্দ, স্বামী অরুণাগিরি, বর্ষীয়ান সাংবাদিক শ্যাম খোসলা, দৈনিক জাগরণের মালিক যোগেন্দ্র মোহন গুপ্ত, গীতা প্রেস গোরখপুরের সভাপতি রাধেশ্যাম খেমকা, বিখ্যাত লেখক রাজকুমারী, রাজ্যসভার সাংসদ (কংগ্রেস) রাজেশ সাতভ, অ্যাটর্নি জেনারেল সোলি সোরাব, প্রাক্তন রাজ্যপাল জগমোহন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (উত্তর প্রদেশ) কল্যাণ সিং, সাংবাদিক রোহিত সারদানা, চিপকো আন্দোলনের সুন্দর লাল বহুগুনা, আখড়া পরিষদের সভাপতি মহন্ত নরেন্দ্র গিরি মহারাজ, হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিং প্রমুখ।

বৈঠকে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে সংঘচালক, কার্যবাহী, প্রচারক, সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য তথা কিছু অন্যান্য সংগঠনের সদস্য-সহ কমপক্ষে ৩৫০ জন কর্যকর্তা অংশ নিয়েছেন।

ধলাঝাড়ী ভিলেজের তরুনী চাকমা পাড়ার বুদ্ধ বিহারে যাওয়ার কাঁচা রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে মরণ ফাঁদে পরিণত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৮ অক্টোবর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার। ধলাঝাড়ী এডিসি ভিলেজের তরুনী চাকমা পাড়ার বুদ্ধ বিহারে যাওয়ার কাচা রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য দাবি জানালেও প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী।

ধলাঝাড়ী এডিসি ভিলেজের তরুনী চাকমা পাড়ারবৌদ্ধ মন্দিরের রাস্তার বেহাল দশা। প্রতিবাদে সরব এলাকাবাসী। গন্ডাছড়া মহকুমার ধলাঝাড়ী এডিসি ভিলেজের তরুনী চাকমা পাড়ার বুদ্ধ বিহারে যাওয়ার কাচা রাস্তাটি বহু বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। এলাকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকজনেরা মন্দিরের রাস্তাটি ব্রিক সলিং করার জন্য বহুবার পঞ্চায়েতে এমনকি ব্লকে দাবি জানিয়ে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এলাকাবাসীরা আরো জানান, আগামী ১৫ নভেম্বর পাড়ার বৌদ্ধ মন্দিরে কঠিন চীবর দান উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। তাই এর আগে মন্দিরের রাস্তা মেরামতের জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে এলাকাবাসী বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আর তাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে প্রশাসনকেই দায়ী থাকতে হবে বলেও তারা উল্লেখ করেছেন।

বিলোনিয়া পুরো পরিষদের ১৭টি আসনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ অক্টোবর।। বিলোনিয়া পুরো পরিষদের ১৭টি আসনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বামেরা।সিপিআইএম ১৫ টি এবং সিবিআই দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এবারের প্রার্থী তালিকায় বামেরা মহিলা এবং নতুন মুখের প্রাধান্য দিয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রত্যেক প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের অফিসে জমা দিয়েছেন।

আসন্ন পুর পরিষদ নির্বাচনে বিলোনিয়াতে শুরু হয়ে গেছে মনোনয়ন পত্র দাখিলের কাজ। পুর ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারির পর মনোনয়ন পত্র দাখিলের প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনেই বামফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দেন বিলোনিয়া মহাকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসারের কাছে। বুধবার ছিল মনোনয়ন পত্র দাখিলের প্রথম দিন। এই দিন বামফ্রন্টের মনোনীত তিন জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের পর দ্বিতীয় দিনে চৌদ্দ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করে। বিলোনিয়া পুর পরিষদের মোট সতেরোটি আসন। এই সতেরোটি আসনের জন্য প্রার্থী বাছাই পর্ব শেষ করে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কাজ শেষ করে ফেলেছে বাম প্রার্থীরা। এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে আট জন ও মহিলা প্রার্থী রয়েছে নয় জন। বেশিরভাগই নতুন মুখ। যুবক ও মহিলারা প্রাধান্য পেয়েছে এবারের প্রার্থী তালিকায়। সিপিআই দুটি আসনে লড়বে এবং সিপিআইএম পনেরো টি আসনে লড়বে। মোট সতেরোটি আসনে লড়বে বামফ্রন্ট।এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে সিপিআইএম। আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত, দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার , বিধায়ক সুধন দাস , সিপিআইএম নেতা বাবুল দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। পুর নির্বাচনের ভোট শান্তি পূর্ণ হবে কিনা এদিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃত্বরা আশংকা প্রকাশ করছেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান, জনগণ যাতে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে সেই ব্যাবস্থা গ্রহন করার জন্য। পাশাপাশি গনদেবতার কাছে বামফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে বামফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে হয় নির্বাচনী প্রচার মিছিল। মিছিলটি সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় অফিস প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করার পর শেষ হয় বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের সামনে। সেখানো হয় পথ সভা। সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের গণঅবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।